কাশীর-কিঞ্চিৎ।

(বাঙ্গালীর-গাইড)

শ্রীনন্দী শৰ্ম্মা।

১৩২২।

দক্ষিণা—পাঁচ আনা।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীশ্রীবাবাবিশ্বনাথ

শ্রীপাদপদ্মেষু।

কে নেবে আর এমন জিনিষ, কার্ চড়ে না হাঁড়ি,
কোপ্নি কাঁথাও জোটেনি ক', চাল্ চুলো না বাড়ী;
যা কিছু অস্পৃশ্য আর—যা কিছু জঞ্জাল্,
ছাই ভস্ম মড়ার মাথা, অস্থি হাড়-মাল্,
গলায় ফণী কণ্ঠে গরল—বেড়াও ঘুরে ফিরে,
গাঁজার গরম্ কাটবে বোলে, গঙ্গা ধর শিরে,
কপালেতে আগুণ ধর,—ছনিয়ার বার্,—
এমন পাত্র,—মনে ধোরেছিল শুধু মা'র!
এতেই যদি বিশ্বনাথ,—হয় বিশ্ব হিত,
পাত্র বটে পেতে তুমি—"কাশীর-কিঞ্চিৎ"!

চির-সেবক—

নন্দী শর্ম্মা।

ভূমিকা।

—•—

ভগবানকে দেওয়া যেমন্, গুণের্ সার্টিফিকিট্,—
"ব্রাহ্মণ"বোলে বশিষ্ঠের—ভালে যারা টিকিট্,
কাশীর গুণ ব্যাখ্যা করাও—সেই রূপই ধৃষ্টতা,
পরিহাস মাত্র সেটা,—বাহুল্য শিষ্টতা।
মহাজনে যে মাহাত্ম্যের পান্'নিক' সীমা,—
"কাশী-খণ্ডে" যে ক্ষেত্রের প্রকাশে মহিমা,
কি জানি শেষ্ আমার মত মূর্খ অকিঞ্চণ—
বড়-লাট্‌কে বোলে বসে—"দারোগা সাহেব হন্",
কিম্বা পাছে শিব গোড়্‌তে—বানর গোড়ে বসি,
দুর্লভ মাহাত্ম্যে পাছে—মাখাই শুধু মসী,
তাই,—অমৃতে "অমৃত", আর কৈবল্যে "কৈবল্য"
নূতন কোরে বলবার—কিছু দেখি না সাফল্য;
চিরকালই আছেন কাশী,—ক্ষেত্র অবিনাশী,
আমি সেটা বোলে কেন'—বাড়াই শুধু হাসি।
কাশী সেই কাশীই আছে,—থাকবেও চিরদিন,
মানুষই স্বভাব দোষে, হ'চ্চে ক্রমে হীন।
সে দোষ্ কাশীর নয়—মানুষেরই সেটা,

হেথাও সে, বিষয় খুঁজে বাধিয়েছে এই লেঠা !
বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, জাহ্নবী চরণে—
শ্রদ্ধায় নির্ভর কর'—জীবনে মরণে।
আমিও আজ এই সুযোগে, করি তাঁদের প্রণাম্—
লিখ্‌তে দুচার অন্য কথা—মঞ্জুরিটা নিলাম্।

৺কাশীধাম;
বড়দিন, ১৩২২।

নন্দী।

সূচী।

—০—

বিষয় | | | পৃষ্ঠা

প্রথম দফা।

দ্বিতীয় দফা।

তৃতীয় দফা।

দফা-রফা।

কাশীর-কিঞ্চিৎ।

১ম দফা।

সঙ্কল্পের কারণ।

অনেক দিনের জড়ো করা অগাধ পাপের রাশি—
নিয়ে ভাবলুম কোথা যাই,—মনে পোড়লো কাশী
স্থানটা কিন্তু হওয়া চাই কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যকর,
তার,—অকাট্য নজীর মজুদ্—"তিলভাণ্ডেশ্বর"।
"কেদারনাথ"ও কাহিল নন;—কেন ভাবি আমি?
সেদিনকার জ্যান্তো সাক্ষী—"ত্রৈলঙ্গ স্বামী"!
"হান্দোরের" আসামী সবাই—ওজন হন্ না "মোণে,"
"ক্রেণেতে" কাৎ ফিরতে হয়,—কেউবা চড়েন "টনে"!
দুশো একশো তুচ্ছ কথা,—দু'দশ হাজার আয়ু,
তাতেই বুঝে নিলুম, কেমন কাশীর জল, বায়ু।
ষাঁড়গুলোও বিধবার মত নিরামিশ খেয়ে—
ফুল্‌চে,—সেরেফ্ পূজার ফুল আর বিল্বিপত্তর পেয়ে!

কাশী রওনা।

তাই, "দুর্গা" বোলে টিকিট্‌খানা কিনলুম্ কপাল ঠুকে,
"মহিলা-প্রদত্ত পাস্" যত্নে রাখলুম্ বুকে।
বাঙ্গালীর বিদেশযাত্রা বিচিত্র কেমন—
সেই বোঝে—যে ক'রেছে "ট্রেণে" আরোহণ!
যে জাতের "ঘর হ'তে আঙ্গিনা বিদেশ,"
আজ তার রহিল না সোয়াস্তির লেশ্।
সঙ্গে ছিল হুঁকো-কোল্‌কে, আর, গয়াধামের পিণ্ড,
হবে কি না হবে ছেলে, আর হয় যদি কুষ্মাণ্ড!
তাই, দিন থাক্‌তে স্বপাক কোরে দিলাম নিজ মুখে,
দেখি, অনেক ভূতই লালায়িত্ গন্ধ তার শুঁকে!
মাথার উপর শূন্যে ঝুল্‌তেছিলো নারকোল,—
কি আশ্চর্য্য—নীচে পোড়ে হোলো হুঁকোর খোল!
পায়ের নীচে ছিলো মাটি—কোল্‌কে হোয়ে উঠে—
নারকোলের মাথায় শেষে বোস্‌লো গিয়ে ছুটে!
আজ দেশ, কাল বিদেশ, আশ্চর্য্য কি তায়?
"ইভলিউসন্ থিওরিটা" এতেই বোঝা যায়।
এইরূপ দার্শনিক চিন্তাস্রোতে ভেসে—
উপনীত হইলাম কাশীধামে এসে।

রেলের কুলি।

ষ্টেসনে নেবে দেখি—কুলির জুলুম্‌, ভারি,—
এক এক ব্যাটা নবাবজাদা,—মথুরার দ্বারী।
কোম্পানীর কুপুত্র সব—বেজায় তাদের বাড়,
দেড়পয়সার বাজু* যেন—যাত্রী লোটবার ছাড়্‌!
সস্ত্রীক্‌-ভদ্রেরে এরা বড়ই করে দিক্‌
যা চাইবে তাই নেবে, এমনি এদের "ক্লিক্‌"।
গরজেতে দু'চার টাকাও দিতে হয় তারে!
কোম্পানী কি কৃপাদৃষ্টি কোরবেন্‌ এধারে?

কাশীর-চুঙ্গী।

ষ্টেসনের বাইরে এসে না ফেল্‌তে শ্বাস--
দেখি, আর এক ক্ষুধার্ত্ত জীব পেতে আছে গ্রাস!
"দুর্গা" বোলে পা বাড়াতেই—চৌকাট্‌ খাঁ কোরে—
মাথায় লেগে চোম্‌কে দেয়,—তেমনি সে হাঁ কোরে—
লুঙ্গীপরা চুঙ্গীর-চর, বলে কাছে এসে—
"দেখতে চাই বাক্স প্যাটরায় কি এনেছো ঠেশে!

*নম্বর লেখা পিতলের চাক্‌তি, যাহা কুলিদের হাতে বা গলায় থাকে।

সরকারকে মাশুল দিয়ে, ঘাঁটী হও পার";
সস্ত্রীক্ ভদ্রেরা শুনি—দ্যাখে অন্ধকার।
রেলের কষ্ট, অনিদ্রা আর অনাহারের উপর—
কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে যখন—বেজে গেছে দুপর্,—
আচম্কা তাদের এই বিদ্‌কুটে বাধা—
গায়ের রক্ত জল্ কোরে দে—লাগিয়ে দেয় ধাঁধা।
প্রাণটা তখন বলে, দেখে লোলুপ্ বাঘের থাবা—
"ঘাট্ হয়েছে বিশ্বনাথ—ছেড়েদাও বাবা"!
পরে,—হদিস্ বুঝে ঝক্‌মারির মাশুল্ দিলে কিছু,—
হাসি মুখে সেলাম করে—হোয়ে বেজায় নীচু।
মোর আসবাব্ হুঁকো কোল্‌কে—তাই ছিল' রক্ষা,
নবাব ষ্যানো,—কোন মিয়ার কোর্‌তে হয়নি তক্কা।

পরে, এক্কায় বোসে ধাক্কা খেয়ে, হিঁদুর মক্কায় আসি—
হেরিলাম বিশ্বনাথের পুরী অবিনাশী।

এক্-নজরে কাশী-দৃশ্য।

দেখি,—কাশী কি কাঁটাল্‌পাঁড়া বুঝে ওঠা ভার,
সর্ব্বাঙ্গে মন্দিরগুলা, কাঁটা যেন তার।

বিচি চাও, তাও পাবে—প্রত্যেকের মাঝে,
শিবলিঙ্গ হোয়ে তারা ভিতরে বিরাজে!

রাস্তা ও গলি।

বিশ্বনাথ কাঁকড়া যেন—মধ্যে আছেন বোসে,
রাজ্য জুড়ে, ঘুরে ঘুরে, ডিম্ পেড়েছেন কোসে!
দাড়া দুটি বড় রাস্তা—গেছে দু'দিক্ চলি,
ঠ্যাংগুলো সব ছড়িয়ে পোড়ে হ'য়ে আছে গলি।
সুইজ্'ল্যাণ্ডের ম্যাপ্‌খানা ঠিক্ মনে হয় যেন,
হিলি বিলি কিলি কিলি, গলির গুতো হেন।
ইঞ্জি'নারের সাধ্য নাই "ডিজাইন্" তার দিতে,
বৃথা ঘুরবেন্ সার্‌ভেয়ার হাতে কোরে ফিতে।
এক জনমে চিনে ওঠা, কারো সাধ্য নাই,
পুরো ওয়াকিফ্ হ'তে হোলে দু'চার জনম্ চাই।
সূর্য্যদেবের নাই ক্ষমতা পশেন সে সব স্থানে,
ছাতের উপর উঁকি মেরে, পলান্ মানে মানে।
তার দুধারেই ইমারৎ তুল্‌চে কেবল মাথা,
গলির মাঝে স্তূপাকার চুণ্ সুরকী কাদা।
পাশাপাশি চলা দায়, গাড়ির প্রবেশ বারণ,
মাল্‌মশলা নেবাবার, গাধাই মাত্র বাহন।

তার উপরে, ষাঁড়গুলোর অব্যাহত গতি—
গলির কণ্ঠরোধ করি—বাড়ায় দুর্গতি।

বিদেশ না বাংলা দেশ।

বাংলা কি বিদেশে আছি—কিছু বুঝতে নারি,
যে দিকে চাই—বাংলা দেশের মেয়েমদ্দের সারি।
দোকানে চাই—নেড়ির মা ভেনখোলা খুলেচে,
পাশেতেই পুঁটির পিসী—চরকা নে ব'সেছে;
পাট কাটচে মেনির মাসী—পান বেচ্‌চে পাঁচি,
চুণ বেচ্‌চে চাঁপাদাসী, কামার গিন্নী—কাঁচি;
হোটেল খুলে বোসে আছে হরিশেঠের শালী,
উল্টোডিঙ্গির ডোমের মেয়ে সাজায় পূজোর ডালি;
পদ্ম বেচে পাথরবাটী, মণি ভাজে মুড়ি,
ঢেঁকী পেতে কুটচে থাকী, সেদ্দো চালের গুঁড়ি;
তিনকড়ি কড়ায়ের চাকতি, পাটায় ফেলে কাটে,
মনোরমা মুড়কির-মোয়া ব্যাচে পোসে হাটে!
বিলিসী, সারদা, শ্যাম্তো, কাঞ্চন, গোলাপী—
বড় বাড়ির দাসী এরা—বড়ই আলাপী।
নীরদা, ক্ষীরদা, শ্যামা—লক্ষ্মী, হরিমতী—
বারাণসীর গেজেট্ এরা—সর্ব্বত্রই গতি।

কি স্বপ্ন দিয়েছে কবে—কোন্ দেব্‌তা কারে,
কার্ বাড়ি কি হয়েচে,—সব বোল্‌তে পারে।
হেথাও নিস্তার নেই—নিস্তারিণী এসে—
বারাণ্ডা কোরেছে আলো বড়-রাস্তা ঘেঁশে।
মামার মোকান্, চাটের দোকান, সবই শোভা পায়,
যাত্রীদের কষ্ট না হয়—এইটে অভিপ্রায়।

বাঙ্গালীর বিষয়কর্ম্ম।

পুরুষদের ব্যাসাতের অন্ত দেখি নাই,—
সেতো, পাণ্ডা, চা, চপ্, সকলতাতেই পাই।
স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, ময়রা, মনিহার,
ঘড়ি-সাজ, চিত্রকর—মায় ফটোগ্রাফার;
ডাক্তার, বৈদ্য, হোমিওপ্যাথ্, কেতাব বিক্রেতা,
বেনে, মুদী, টেলার, কটার—ইস্তক্ অভিনেতা।
ঝুনো নারকোল, নতুন গুড়, কেউবা পান তামাক,
রুদ্রাক্ষ, খেল্‌না, ব্যাচে—কেউবা শাঁখা শাঁখ্;
লোহালক্কড়, চুণ সুরকী, কেউবা ইট্ কাট্,
কয়লা কেউ, পাথর কেহ, কেউবা ব্যাচে চাট্;
কাপড়, কামিজ, কাটা পোষাক, ঘটি, বাটি, থাল,
কেউ,—ভাঙ্গা বাসন, টিনের ট্রঙ্কে লাগাচ্চে রাং ঝাল;

কেউ মদ্, কেউবা যোগান গরম কট্‌লেট্,
হুঁকো, কোল্‌কে, খড়ম, মাদুর, কেউবা সিগারেট ;
আয়ুর্ব্বেদ অস্থিভেদ্ কোরেচে কাশীর,
বিজ্ঞাপনের বর্ণনায় সবাই অস্থির।
মিস্‌লেনিয়াস্ রাখেন কেউ, কেউবা চাল ডাল,
দুধের যোগান, গ্যাসের আলো, কত দিব হাল।
ডিস্‌পেনসারী, ছাপাখানা, বাইসিকেল্ ভাড়া,
আরো বা কত কি আছে এই সব ছাড়া।
এ দেশের দোকানদারে ছেয়েছে কোল্‌কেতা,
ডেসিমেল্ অংশ তার আদায় হোচ্চে হেথা।
লাউ কুম্‌ড়ো ব্যাচে কেউ বাজারের মাঝে,
কথকতা করে কেউ—কারো বাড়ী সাঁঝে ;
কুষ্ঠি লিখে গুষ্ঠিবর্গ করেন কেউ পালন,
ঠাকুর পূজা করেন কেউ, কেউবা রন্ধন ;
বাড়ী ভাড়া দেন কেউ—কেউবা জমীদার,
উকীল, মাষ্টার, কেউ অলস বেকার ;
তা ছাড়া কত আছেন টাকা খাটান্ সুদে,
মাসকাবারে গলা টিপে ধরেন চক্ষু মুদে !
বড় একটা নাইকো হেথা কেরাণী বেচারা,
দেশহিতৈষী নেতাদের চক্ষুশূল যারা ;—

বে-ওয়ারিস্ ভাঙা কুলো—বাংলা দেশের মাল্,—
যাদের পিটে,—বক্তা, লেখক, ঝাড়েন যত' ঝাল্,—
চাক্‌রী ছেড়ে তারা যেন' কাস্তে নিলেই হাতে—
ভারতের সকল দুঃখ ঘুচ্‌বে এক রাতে!

পথে।

পার্কে, ঘাটে, রাস্তায় যাও দশাশ্বমেধ,
ইডেন্, বিডেন্, হেদোর তরে রইবেনাকো খেদ্।
সেই ফ্যাশানের চুল ছাঁটা,—সেই অলষ্টার বুকে,—
টাই বাঁধা আর কলার আঁটা, সিগারেট্ মুখে,—
হাতে ছড়ি চশমা পরা, চোস্ত মোজা পায়—
যুবা যত' চিম্‌নির মত' ধোঁ ছেড়ে বেড়ায়।
পাশ দিয়ে যাও শুন্‌তে পাবে—তিন ভাগ ইংরাজি,
বুঝ্‌তে হবে মানে তার—বহু ঘসি মাজি!
কাঁচা পাকা গোঁফে প্রৌঢ় আছেন তায় ঢের,
তাঁদেরি চটক্ বেশী—ঢাকিবারে জের্।
রিফ্রেস্‌মেণ্ট, চায়ের আড্ডা, আশ্রম, হোটেল —
পথের দুধারে তারা মেরে আছে ঠেল;
চা খাও, চপ্ খাও, কট্‌লেট্ আর,
এসেই হুকুম দাও—যেবা ইচ্ছা যার;

দুবেলাই খোলা জলে—সকালে বিকালে,
মান্ বাঁচাতে বিশ্বনাথ—থাকেন্ আড়ালে।
পথে দেখি হেঁকে যাচ্চে—কোরে উচ্চ রব—
"বিশুদ্ধ পবিত্র গরম্ কাবাব্ কট্‌লেট্ চপ্"।
স্থানে স্থানে হোটেল্ হলে—বিরাজে "লিপ্‌টন্"।
অন্নপূর্ণা সবার তরেই রাখেন আয়োজন।

বাঙ্গালীর বাড়ী।

পঞ্চক্রোশী কাশীর মাঝে রাস্তা কি গলিতে-
বাড়ী দেখে হয় না আর পরিচয় নিতে।
যাইনা কেন অলি গলি কিম্বা সোনারপুরে,
শুকুচ্চে বারাণ্ডা জুড়ে ধাকা পাড় আর ডুরে;
কোথাও বা নামাবলী—সহস্র নাম বুকে,—
আল্‌সে থেকে নিম্ন মুখে, পোড়ে আছে ঝুঁকে;
কোথা বা ঢাকাই, কোথা শান্তিপুরে সাড়ি,
চিন্‌তে না হয় দেরী কারো বাঙ্গালীর বাড়ী।
আদ্‌খানা বেনারস্ অধিকার করি—
প্রাসাদ বা অন্ধকূপে আছে তারা ভরি।
তার মধ্যে স্থান যেটা—নাম বাঙ্গালী-টোলা,
যে দেখেচে একবার—বড় শক্ত ভোলা।

বাংলা দেশের সব নমুনো ঠাশাঠাশি কোরে—
এক মাইলের মধ্যে তারা সবাই আছে ভ'রে ;
জেলা, পল্লী, সহর, নগর, যা আছে বাংলায়,—
সকল স্থানের মানুষ পাবে এইটুকু জায়গায়।

বৌমার ব্যবস্থা ও বিচক্ষণতা।

মেয়ের ভাগই অধিকাংশ—প্রৌঢ়া বৃদ্ধাই বেশী,
খোপে যেন পায়রা আছে—কোরে ঘেঁশাঘেঁশী।
গরীব থেকে আছেন হেথা লক্ষপতির মা,
পাঁচ, সাত, দশ, মাসোহারা—বৌ করেছেন যা!
"বড় কষ্ট দিচ্ছো মাগী—কোনে বউ যবে,—
জান্‌তোনাকো দুদিন বাদে আমারো দিন হবে!"
কাশী গেলে বাঁচে বেশী—বউ জানেন হিসাব,—
"মোলে সেথা শ্রাদ্ধ নাই—সেটাও তো লাভ"!
"সাত টাকাটা বেজায় বেশী—চার টাকায় যায় চোলে,
মাগী কেবল সুদ্ খাটানে, ভূতে লুটবে মোলে।
স্কুলে ত' এই দেড়শো টাকা মাসিক তোমার আয়,—
টের পাবে এর পরে যখন ঠেক্‌বে কোনো দায়।

ভাগ্যে তোমার মতি আছে গয়না গড়াবার,
এ সুমতি থাক্‌লে বাঁচি ভাগ্যেতে আমার;
ঐ গুলোই সেরা বিষয়,—সম্পত্তির পাকা—
আমার নামের কাগজগুলো, বাড়ী আর টাকা।
এই বেলা সব লিখে দাও— আর য' কিছু আছে,
ভয় শুধু—ভাই ভাইপো—পাঁচ ভূতে খায় পাছে।
কবে আছো কবে নেই সেটাও ভাব্‌তে হয়,
এক মিনিটে ঠাণ্ডা হওয়া বেশী কথাও নয়।
চিরকাল কি গুণ্‌তে হবে মায়ের গুদোম ভাড়া?
ওসব লক্ষণে হয়—হাড়্‌-লক্ষ্মী ছাড়া।
কাশীর যদি পুণ্য চিহ্ন রাখ্‌তে চাও বাড়ী,—
সেরা দেখে আনাও বরং বেনারসী সাড়ি।"

সাবধান,—তুমিও ত' বউ এনেছ ঘরে,
এসব কথা তুলে তিনি রাখ্‌ছেন তোমার তরে!
তুমি যখন কাশী যাবে—বৌ ব্যবস্থা করি—
তিনটি টাকা মাসোহারা দিবেন তোমায় ধরি!
দিন থাক্‌তে বলি তাই—মনে কোরে রেখো—
এখনও সে পরের মেয়ের আপন কোর্‌তে শেখো।

বাঙ্গালীটোলা।

বাঙ্গালীটোলার পথে যেতে ভয় পাই,
ছড়াছড়ি বিল্বপত্র পোড়ে ঠাঁই ঠাঁই।
সূক্ষ্ম আচারীর হেথা বড়ই দুর্গতি,
পূজার পুষ্প মাড়িয়ে চলা সুকঠিন অতি।
স্থান হ'তে স্থানান্তরে—পায়ে পায়ে সোরে—
পূজার ফুল আর বিল্বপত্র, বেড়ায় ভ্রমণ কোরে।
ষাঁড়গুলো তার কতক খেয়ে করে উপকার,
না হ'লে এসব পথে চলা হোতো ভার।
কাটান্ ছেড়েন্ আছে শুনি,—পুষ্পদন্তেশ্বরে—
দর্শনে পূজনে, এ পাপ স্পর্শ নাহি করে।
শাস্ত্রে বলে ফর্দ্দা বাড়ী, রোদ আর বায়ু—
স্বাস্থ্য দেয়, আর তায় বেড়ে যায় আয়ু।
তা'হলে বাঙ্গালীটোলা শূন্য হ'য়ে আজ—
নির্জ্জন শ্মশানসম করিত বিরাজ!
সাক্ষাৎ আঁধার কূপ নিম্নতলগুলো,—
দিনেতে প্রদীপ জ্বালি দেখতে হয় চুলো!
গন্ধময়, সপ্সোপে, ছুঁচো আর মশা—
সেৎখানার সংযোগে ঘটায় দুর্দ্দশা।

তাতে আবার মাছের আঁশ—এঁটো কাঁটা পোড়ে—
দুর্গন্ধ উঠেছে গিয়ে ত্রিতলেতে চোড়ে।
এক বাড়ী, তার মাঝে বাইশ উনুন্,
একত্রে ধোঁ। ছাড়ে যবে—জ্যান্তে করে খুন।
নানা পক্ষী একই বৃক্ষে বাসা বেঁধে থাকে,
রাত দিন কোলাহল কে থামাবে কাকে?
সবেগে জলের কল করে উপকার,
কলহ,—কদাচ কেহ বোঝে এ উহার!
চার-তলার ছাত থেকে দেখ্‌লে তার উঠোন্,
বোধ হবে—পাহাড়ে কূপ করেছে খনন।

রুটিন্।

চারটে রাতে ওঠে সব—থাকৃতে অন্ধকার,
দারুণ শীতেও কারো, নাহিক বিকার;
কি বৃদ্ধা কি প্রৌঢ়া—ল'য়ে সাজি নামাবলী—
ঘাটে ঘাটে গঙ্গাস্নানে যায় সব চলি।
ঘাট দেখ্‌লে যোয়ান লোকের বুক শুকিয়ে যায়,—
পইটে বুকে পোড়ে আছে মৈনাকের প্রায়।
কঠোর তপস্যারত—একশ' দেড়শ' ধাপ্—
সদা লয় পদধূলি,—মুক্ত হ'তে শাপ!

তাতে আবার পইটেগুলো উঁচু উঁচু বেশ,
পাথরের মন্বান্তর কভু, দেখেনি এ দেশ!
সোত্তোর আশী বয়েস যাঁদের—লাঠি আছে ঠেঙ্গে,
তারি ভরে ওঠা নাবা করেন্, ধাপ্ ভেঙ্গে।
তারপরে, সব স্নান করে সেই বরফ-গলা-জলে,
আমরা দেখে কেঁপে মরি—দাঁড়িয়ে থেকে স্থলে।
সেইখানেতে ঘণ্টাখানেক সন্ধ্যা বন্দন সেরে—
রাস্তাসুদ্ধ্ দেবতার মাথায় জল ঢেলে শেষ ফেরে।
বিশ্বনাথ থেকে সুরু—এস্তোক হনুমান্জী,
নিত্য এ ছুচোকো-ব্রতর সংখ্যা দিব কি।
কেউবা আরো দু' তিন মাইল অধিক ঘোরার পরে—
দু' পয়সার বাজার কোরে ফিরে আসে ঘরে;
তার মধ্যে বেরাল ছুটোর মাছের অংশও আছে,
পাখীর তরেও প্যায়রা আসে—রাগ করে সে পাছে!
তার পরেতে জপ আর স্বহস্তে পাক চলে,
আহারান্তে পাঠে কিম্বা কাটে কোলাহলে।
উরি মধ্যে রুচিমত যার যেমন অভ্যাস,—
কেউবা করেন কারো নিন্দে, কেউবা খেলেন তাস্;
কেউবা আবার দেনা পাওনা বিষয়ে হন রত,
হিসেব করেন বোসে বোসে—সুদ্টো হোলো কত।

সেইটেই তাঁর বল্ ভরসা—তাইতে কাশীবাস,—
উপযুক্ত ছেলের কাছে নাইক' কড়ির আশ।
কেউ,—নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দেন কেঁপে ওঠে খাট,
কেউবা "কথা" শুন্‌তে যান, কেউ ভাগবত পাঠ।
অতি বুদ্ধি যাঁদের তাঁরা—ত্বরায় মেজে বাসন—
স্বামীজীদের কাছে ছোটেন—শিখ্‌তে যোগের আসন
নিজের সম্পত্তি যাঁর—আছে কোন' বাটী,
আহারান্তে ভাড়ার তরে করেন হাঁটাহাঁটি।
ফুরসৎটুকু কাটে কারো স্বর্ণকারের বাড়ি,
নাতী নাতনীর গয়না গড়ান্, জপ্ তপ্ ছাড়ি ;
বিবাহের ঘটকালীও করেন কেহ কেহ,—
অভ্যাস না যাবে কভু—থাক্‌তে এই দেহ।
বৈকালেতে দশাশ্বমেধ কিম্বা কেদার ঘাটে —
সন্ধ্যা বন্দনে কারো সন্ধ্যা বেলা কাটে।
ফিরতি মুখে বিশ্বনাথের আরতি দর্শন,
নটার মধ্যে সকল সেরে—যে যার শয়ন।
রাত চারটায় উঠে এই নটা রাতে শেষ,
এতটা শ্রমেও তারা মানেনাক' ক্লেশ !
নাইকো তাদের ডিস্‌পেপ সিয়া—নাইকো বুক জ্বালা,
খুঁজতে হয় না মধুপুর কিম্বা শিমুলতলা ;

শিরঃপীড়া, হিষ্টিরিয়া, না হয় তাদের বাত,
শৈলে কি সমুদ্রতীরে যাবার নাই উৎপাত।
আমাদের লক্ষ্মীরা সব বোনেন বোসে উল্,
পরিশ্রমের মধ্যে শুধু বাঁধেন নিজের চুল ;
নভেলে নিমগ্ন কেউ, কেউবা খেলেন তাস্,
কেউবা নিয়ে থাকেন শুধু নির্জ্জলা বিলাস ;
করেন বটে তাতে তাঁরা—একটা উপকার—
তুষ্ট আর পুষ্ট হন বদ্দী ও ডাক্তার।

মেয়ে মজলিস্।

বৈকালেতে মজলিস্টা জমে গঙ্গাতীরে—
কেদার ঘাটে, কিম্বা বসি শীতলা মন্দিরে।
কোন্ স্যাকরা কেমন,—কত নতুন গুড়ের দর,
পোড়ারমুখো ধোপা ছিঁড়ে দেছে নেপের গড় ;
সোনারপুরের সাধুটিকে এলুম্ আজ দেখে—
শরীরের তাঁর ছাওয়া নেই,—থাকেন মুখ ঢেকে ;
কিবা ভুরু, কিবা নাক, কিবা তাঁর চোক্
আকাশেতে উড়্‌তে তাঁরে—দেখেচে কত লোক ;
দেখেচে ডুব দিতে তাঁরে—নেড়ির মা নিজে,
কি আশ্চর্য্য—কোপ্‌নিটেও যায়নি জলে ভিজে !

মেচুনী হারামজাদী তার ভালোর মাথা খাবে--
তিন আনা সের নিলে মাগী,—অধঃপাতে যাবে।
ছেলেকে পর কোর্‌লে আমার,—সর্ব্বনাশী আসি,
কি বলিস্ লো,—তানাত' আজ কে আস্‌তো কাশী;
"মা" বোল্‌তে অজ্ঞান মোর হোতো বাছা আগে,
পাঁচ টাকা পাঠাতে আজ—হাতে আগুণ লাগে!
ইত্যাদি সব ধর্ম্মচর্চ্চা—চলে সে আসোরে,
হাতে কিন্তু জপের মালা অবিশ্রাম ঘোরে!

সাধুর-হাট।

বিশ্বনাথের দরবারেতে নাইক' অভাব কিছু,—
উঁচু থেকে নেবে এসো যত পারো নীচু।
জটার ঝোড়া, কেউবা নেড়া, কারো লম্বা চুল,
কেউ দণ্ড, কেউ চিম্‌টে, কেউ ধরে ত্রিশূল;
হাড়ের মালা মৃগছালা রক্ত ফোঁটা কারো,—
স্ফটিক্ গলে "রগ্" বগলে, চশমাটা সোনারও;
পট্টবাস কেউ উলঙ্গ—কেউবা ঊর্দ্ধ বাহু,
রক্ত আঁখি ভস্ম মাখি—কেউবা যেন' রাহু;
কেউ নেংটি কেউ সংটি, কেউবা জানেন যাদু,
কেউ মৌনী কেউ বক্তা—হরেক রকম সাধু।

কারো,—জুতো মোজা ওভারকোট—গেরুয়া রং করা,
কারো,—দাড়ি গোঁফ জটার মাঝে—এক গা গয়না পরা;
কেউ,—শরশয্যায় শয়ন করে, ঝোলে নিম্নশিরে,
হাতে—মড়ার খুলি কাঁধে ঝুলি, ওষুধ দিয়ে ফিরে।
ত্রিশূল হাতে, সিঁদুর মাথে—ভ্রমেণ ভৈরবী,
কপালে ত্রিপুণ্ড্র কারো,—নানা ভক্তের ছবি।
কেউবা আলেখ্, কানফাটা কেউ, কেউ "ম"কারে রত,
কবীর নানক সুরদাস্—পন্থী কবো কত!
মোটা সুদে টাকা দেন—গেরুয়া-কারবারী,—
ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করেন মুখে,—কিছু বুঝতে নারি!
বিষয় প্রসঙ্গে এঁরা নহেন কেহ ব্যাজার,—
বাদ্ দেননা "টার্ফ ডার্বি কিম্বা সেণ্ট্ লেজার,"
বৈকালে কেউ হাওয়া খান—চড়ি নিজের মোটার।
গিরি, পুরী, পরমহংস—পরমার্থ-কামী—
সকলেই "মহারাজ," অনেকেই "স্বামী";
এঁরাই প্রকৃত বটে—কাশীর অলঙ্কার,
সবারেই নত শিরে করি নমস্কার।

ঘাটের দৃশ্য।

যুধিষ্ঠিরের নরক দেখা আর বরের "কিসের" সরা,—
তারপরেতে স্বর্গ আর "কোনে" লাভ করা;
দশাশ্বমেধ ঘাটে নাব্‌বার আগে নর নারী—
উপরেই দেখে যান—ময়লার ঝুড়ির সারি!
বিশ ত্রিশ টুকরির সেথা প্রাতে অধিষ্ঠান—
দর্শনান্তে স্নানলাভ করেন ভাগ্যবান।
ময়লার গাড়ী এসে শেষ্—পথটা মেরে দাঁড়ান্,
স্নানান্তে সব ফেরবার সময়, ঝরৃতি মাল্ মাড়ান্।
গাড়ির মধ্যে ঢালে যখন—আবর্জ্জনার ঝুড়ি,—
স-গন্ধ ছাইপাঁশ্ ঢোকে নাকে মুখে উড়ি।
মালিক্ বা মুন্সিপাল একটা উপায় কোরে দিলে,
ধর্ম্মক্ষেত্রে সইতে হয় না এ বীভৎস লীলে।

মণিকর্ণি দশাশ্বমেধ অহল্যার ঘাট—
কেদার,—রয়েছে যেন জুড়ি এক মাঠ।
সকাল সন্ধ্যা নরনারী হাজার হাজার—
স্নান পূজা জপ্ তপ্ সন্ধ্যা করে আর।
কেউ বেড়ায়, কেউবা বসি—শোভা তার দেখে,
ফটো নিয়ে "মাসিকে" কেউ বর্ণনা তার লেখে;

কেহবা জাহ্নবী বক্ষে করে নৌ-বিহার,
ঊর্দ্ধে চন্দ্র তারা—নিম্নে প্রদীপের হার!
দশাশ্বমেধেতেই অধিক সাধু ভক্তের হাট,
বাবুদের তৃপ্তি দেয় অহল্যার ঘাট।
দেরাজ্ টানলেই হাতে পান—চুল ফেরাবার বুরুস্,
নবাগত বাবু তেম্নি চান্, মহাপুরুষ!
যাকে তাকে জিজ্ঞাসেন—"কোথায় থাকেন তাঁরা?
এক্ষুণি দেখাটা চাই"—যেন' বাজার সারা!
অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক—কার্ কি গুণ আছে
তাক্ লাগিয়ে দেবেন—বলি বন্ধুদের কাছে।
তাঁরা যেন' ইটপাটকেল্, যেথা সেথা পড়ি—
সর্ব্বক্ষণ পথে ঘাটে যান গড়াগড়ি!
অনুরাগী কিম্বা দেখি গ্রহগ্রস্ত যাঁরা—
সাধু ঘেঁসে দুটি বেলা বসেছেন তাঁরা;
কোন'রূপে ফাঁকতালে হয় অভীষ্ট পুরণ—
সেই আশে দুটি বেলা ঘাটে হাজির হন।
কেউ চায় এক নিমেষে দেখ্‌বে ভগবান্,
সস্তায় মেরে দেবে কিস্তি, এই তার জ্ঞান!
কেউ চায়, দেখিয়ে দ্যান্ স্বর্গে যাবার সিঁড়ি,—
ভুড়ি মেরে চ'লে যায়, খেতে খেতে বিড়ি!

কারো চেষ্টা, সোনা করবার বকাল্ গুলো শোনে,
ভক্ত হ'য়ে গুঁড়ি মেরে বসে এক কোণে;
কেউ চায় পরেশ পাথর,—ফাঁসাদে যায় কে ?
বোসে বোসে ঠ্যাকালেই সোনা হবে সে।
কারো বা দি'দ শ্বাশুড়ী—করেন আনা গোনা,—
কিসে নাতনির ছেলে হবে—ইহাই প্রার্থনা !
বয়স এগারো হল আজও গর্ভ নাই,—
আবার না বিয়ে কোরে বসে নাত্ জামাই !
বিষয় আশে কেহ—কেহ ফাঁকি দিতে কারে—
হত্যা দিয়ে ব'সে থাকে সাধুদের দ্বারে।
স্বামী বশ্ হয় কিসে তারো আর্জ্জী আছে,
রোগ মুক্ত হইবারে—কেহ ফিরে পাছে।
এইরূপই মতলবেতে অধিকাংশের ম্যালা,
স্থানে স্থানে সাধুকাছেঁ লেগে থাকে র‍্যালা।
কেউ,—কাজ জোটেনা ভবঘুরে—সাধুর কৃপা খোঁজে,—
হটাৎ ধনী হবার আশে গাঁজার পয়সা গোঁজে।
কৃষ্ণ-কেশ গোঁফের রেখা মাত্র দেখা যায়,
বিরাগী উদাসী যেন'—গেরুয়া চাদর গায়;
আজই যদি ঐশ্বর্য্যের পায় সে সন্ধান,
অথবা উপায় গেলে হোতে ধনবান,—

রবে,—কোথায় গৈরিক বাস কোথা দীর্ঘ কেশ,
শিশ্ দিয়ে বাবাজী যাবে পোরে রাজবেশ!
হতাশ-বৈরাগ্য আর অনাটন দায়—
চোদ্দআনা অভাব-সাধু কাশীতে বেড়ায়।
কুঁড়েমির এমন কেল্লা বড় শক্ত ভোলা,
যেথা,—অন্নপূর্ণার রান্নাঘর চব্বিশ ঘণ্টা খোলা।
ভাল' যাঁরা ভালই আছেন, তাই আজও কাশী—
হ'য়ে আছেন মহাক্ষেত্র তীর্থ অবিনাশী।

ফেরারের সন্ধান।

পালানো ছেলের যদি কর্‌তে হয় খোঁজ,—
এ ঘাটেতে বৈকালেতে এলে তিনটি রোজ,
অথবা চায়ের আড্ডা, কিম্বা বাজার বেলা,
নিঃসন্দেহ বাবাজীকে যাবে ধোরে ফেলা।

অহল্যাঘাটের বত্রিশ্ সিংহাসন।

বৈকালে অহল্যাঘাটে বেজায় মজলিস্—
সপ্তমেতে চ'ড়ে যেন লড়িছে মহিষ।
কোন' প্রৌঢ় উচ্চ কণ্ঠে পড়েন "রাজলক্ষ্মী"
বৃদ্ধেরা শোনেন বসি—যেন গরুড় পক্ষী!

শ্রীশঙ্কর, রামানুজ কিম্বা শ্রীচৈতন্য—
সর্ব্বদাই—শশঙ্কিত্ তাঁহাদের জন্য;
কার্লাইল্, এমারসন্, হক্‌স্লী, টলষ্টয়—
এ ঘাটেতে সকলেরই মুণ্ডপাৎ হয়।
গল্প গুজব সকর্দ্দমা—বিষয়ের কথা,—
নিন্দা আর সমালোচন, এই শুনি তথা।
নিষ্কর্ম্মারা বৈঠকে কারু প'ড়ে এসে "ডেলি"
তারি বক্তৃতায় ঘাট গরম ক'রে ফেলি,—
ওয়েডারবরণ্ কি ক'রেচে—বাঁড়ুয্যে কি বলে,
এয়ারোপ্লেন কতখানি—ক'মিনিটে চলে;
নবশাকে কোমোর বেঁধে—পোরুচে গলায় দড়ি,
চিহ্ন তরে ব্রাহ্মণেরা বাঁধ্‌বে কানে কড়ি;
আজকাল সায়েন্সের চরম উন্নতি,
অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার হয়েছে সম্প্রতি,—
কাপাস্ তুলোর গোটাগাছ কলে ফেলে দিন্,
তিন সেকেণ্ডে বেরিয়ে আস্‌বে ঢাকাই মসলিন্!
দধি খেলে মানুষেরা অমর হবে সব,
চড়্ চড়্ বেড়ে যাবে গয়লার বিভব;
গোবধ প্রথাটা তখন, আপনি হবে ক্ষীণ,
আর কোন' চিন্তা নাই, নিকট সে দিন।

সিজার্, ট্যাব্, থ্রীকাসেল্ আদি সিগারেট্,
বড়ই বেড়ে গেছে তাদের প্যাকেটের রেট্।
ভারতেতে এক ভাষা শীঘ্র হ'য়ে যাবে,
গালাগালি বুঝ্তে কেহ—কষ্ট নাহি পাবে।
খাঁটি ও বিশুদ্ধ বাংলায়—"বীণাপাণি বধ"—
মহাকাব্য, লিখ্ছেন নাকি বঙ্গ-পরিষৎ।
এলা'বাদ্ "একৃজিবিসনে" গিছলো গহরজান্,—
তাতে খুবই বেড়ে গেছে—বাংলা দেশের মান।"
ইত্যাদি ইত্যাদি যাহা পুঁজি যাঁর আছে,
চতুর্ম্মুখে বক্তারা কন্ শ্রোতাদের কাছে।
ঘেটোকুমীর সম এঁদের নিত্য আবির্ভাব,
বিজ্ঞ সেজে, বোল্‌চালেতে লোক জোটানই লাভ।
বৈকালেতে আলো করেন বত্রিশ্-সিংহাসন,
মধ্যিখানে বসেন—যিনি বেদব্যাস হন।
অহল্যা ঘাটের এই আজব্-তর্কবেদী—
কনাদ্ কপিলের দেয়—নাক্ কান্ ছেদি'!
অপড়া পণ্ডিতের মুখে শাস্ত্র নাড়া চাড়া
যেন,—বেনের হাতে বেদান্ত আর ধোপার হাতে খাঁড়া।
উঁকিমেরে যায় কেউ, কেউ শুনে হাসে,
ব্যস্ত হ'য়ে যোগ দিতে কেউ ভালবাসে।

কেহবা সহিতে নারি—তর্ক দেন জুড়ে,
উচ্চ কণ্ঠে বক্তা দেন—ইংরাজিতে তুড়ে।
এঁরাই দেখি অনাহুত কাশীর "রিফমার",
জ্যেষ্ঠ বা সাধু পণ্ডিতের নাহিক নিস্তার!
যতই কেন ন্যায্য আর সত্য কথা হয়,—
অবান্তর আলোচনার কাশীর ঘাট নয়।
জীবনটা কাটিয়েছে যারা—আফিসের কাজ ঘেঁটে,—
ঘাটে বোসে আজো তার—মরে জাব'র কেটে!
কেউ বলে—"পঁচিশখানা রিটার্ণ এক দিনে—
করুক দিকি পেশ্ কে পারে,—এই শর্ম্মা বিনে?
মুখ্‌দেখে আর দেড়শো টাকা—দিত'নাক' সরকার,
সে কাজেতে তিনজন লোক—হ'য়েছে এখন দরকার
কেউ বলে—"এক দিনেতে সাঁইত্রিশ হাজার কামাই,
সাহেবের ডানহাত ছিলুম্,—কণ্ট্রাক্‌টার জামাই।
যা ক'রেছি তাই হ'য়েচে,—পোল্‌কে পোল্ গাপ্,
পাস্ করিয়ে নিলুম বিল্—দেখিয়ে শুধু মাপ্!"
যার যেমন সংস্কার—তার তেম্‌নি টেঁকুর,—
কাশীর ঘাটে বোসেও তাই—বোকে যায় বে-সুর।
নিরীহ ব্রাহ্মণে করে—সন্ধ্যাদি বন্দন্,
তাঁদের কিন্তু হ'তে হয় বড় জ্বালাতন।

হিঁদুর ছেলে, বাজে কথার তর্ক করে কসি,
ভক্ত মুসলমানেও ঘাটে—মালা জপে বসি!
ফুলবাগানের মালিরাও সব, রুচি বুঝে নেছে,—
ফুলের তোড়া, "বটন্ ফ্লাওয়ার" ঘাটে এসে বেচে।
কুল্পির বরফ, চেনাচুর—হেঁকে যায় ঘাটে,
বুঝে নিতে হবে তায়,—তাদেরও মাল্ কাটে!

খেড়ে-রোগ।

চিরকালটা বিলাসিতা ছিলেন যাঁরা ভুলে,—
ঘোর্‌তে কাশী এসে—এখন কলপ্ লাগান্ চুলে!
না খেয়ে না প্'রে যাঁরা—জমিয়ে ছিলেন্ টাকা,—
দেশ্ ছেড়ে এখানে এসে—গজায় তাঁদের পাখা।
দেখে শুনে, দোকান্ হাজির্—হ'চ্চে দাঁত বাঁধাই,
হাড় চিবিয়ে মাংস খাবার—নাইক' আর বাধাই।
কেহবা কোন' উপায়ে—পরের ধনের মালিক—
হঠাৎ দেখে নষ্ট চন্দ্র, দুষ্ট হরিতালিক!
দেশেতে সমাজ ভয়ে অসম্ভব যেটা,—
এখানেতে অনায়াসসাধ্য হয় সেটা।
কেবা খোঁজ্ রাখে হেথা—কাহার হিঁয়ালি,
দেশে হ'লে বালকেরা দিত করতালি।

দেশের দৈন্য ভাবেন না কেউ, একটি দিনের তরে,
ঘরের কড়ি এনে হেথা—লুটান্ অকাতরে।
মুখ্খু হ'লে দুখ্খু তায় ছিলনাক' কিছু,
অনেকেই তাঁদের মধ্যে শিক্ষায় নন্ নীচু।
কারো আছে বাঁধা আয়, দেশ লাগে না ভাল',
ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে হেথা, কাশী ক'র্চেন আলো।
হংস মধ্যে বক' যথা, থাকতে হয় সেথা,
বিদেশেতে অনায়াসে—হওয়া যায় নেতা!
কেউ বা বলেন বিদ্যাসাগর—ছিলেন আমার অমুক্,
কেহ বলেন মিথিলাতে—ভেঙ্গেছিলাম ধনুক;
ভাঙুন্ কিম্বা ডিঙুন্—তাতে নাইক কারো ক্ষতি,
অভাগা দেশের কেন বাড়ান্ দুর্গতি?
টাকা গুলোর সদ্ব্যবহার করেন যদি দেশে—
আত্মীয়েরা মরে না আর—চোখের জলে ভেসে।

পেন্‌সনার ও বিপত্নীকের পিঁজরাপোল্।

পেন্‌সনার্ আর বিপত্নীকের পিঁজরাপোলের মত—
কাশীধামের অনেক অংশই—হ'চ্চে পরিণত।

বিপত্নীক কাশী এলে—থাকেন শুনি বেশ,—
অনেকেরই ভুগতে হয় না—অনেক রকম ক্লেশ!
বেশ্যারাও এখন দেখি—বয়স গেলে পর—
দেশ ছেড়ে এখানে এসে, ক'রচে ভরম্ভর।
অভাগা বাঙ্গালীর টাকা—আস্‌ছে হেথা ভেসে,
ন-দেবায় ন-ধর্ম্মায়—ডুব্‌তেছে বিদেশে!
বিরাগ ভরে বিলাস ছেড়ে—আসেন কাশীধাম,—
এমন ভক্তেরে করি সহস্র প্রণাম।

সংক্রামক বাই।

সম্প্রতি এই দেখ্‌তে পাই—সংক্রামক হ'য়ে—
বাড়ী করা বাইটা ক্রমে, বোস্‌চে আসন ল'য়ে—
বাঙ্গালীর মাথার মধ্যে,—প্রবল বেগ ধরি,—
বাপ পিতাগোর ভিটেটার অন্তর্জ্জলি করি।
বাইরে কিন্তু সবাই ভক্ত,—গোলে যান শুনি—
ডি, এল, রায়ের ছাঁচে-ঢ্যালা—"আমার জন্মভূমি"!
যে আসে এখানে, তারই চেগে ওঠে বাই,—
যত টাকা লাগুক্‌না—বাড়ী করা চাই।
গন্ধ না পেতেই জোটে—দালালের দল,
বাবু ঘোরেন সঙ্গে তার—ছেড়ে অন্ন জল।

যেখানে বেড়াতে যাই—যেদিকেই ভ্রমি,—
পাড়ার লোকে ডেকে সুধায়—"বাড়ী চাই, না জমি?"
বাঙালী পেলে যে তারা—আর কারেও না চায়,
বেশ বোঝে—চতুর্গুণ হইবে আদায়।
জানে তারা—এরা শুধু বাড়ীর খোঁজেই আসে,—
গলা বাড়িয়ে আমাদেরই ফাঁশ্‌কলেতে ফাঁশে!
বড় বড় বোনেদ্‌ গেঁথে—তুল্‌তেছে সব বাড়ী,—
উঠ্‌ছে তারা বিশ্বনাথের স্বর্ণচূড়া ছাড়ি।
ইঞ্জিনিয়ার কন্‌ট্রাক্‌টার—জুটেচেন্‌ সব এসে,
বাবু কেবল "অর্ডার" দিয়ে—চ'লে যাচ্চেন দেশে।
মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাবেন—বিঘে জোড়া বাটী,—
জায়গা জুড়ে পোড়ে আছে—দখল্‌ ক'রে মাটি।
কর্ত্তাদের আর খবর নেই,—কখন' কেউ আসে,—
দরোয়ানটা বোসে বোসে—মাইনেটা নেয় মাসে;—
কাপ্তেন্‌ পেলে ভাড়াও দেয়,—মওকা যেমন ছ্যাখে,—
বাবুদের খোঁজ নেই,—গোঁজে সেটা ট্যাকে!
এত টাকার কবর গেঁথে—কোর্‌চেন কাশী পাকা,
নিজেদের জন্মভূমি—হ'য়ে পোড়্‌চে ফাঁকা।
"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং"—কেবল মুখের কথা,
"বেশ্‌ লিখেচে" বলার বেশী—নাইক' মাথা ব্যথা!

ছেলেদের জলকেলি।

অহল্যা-ঘাটেতে নিত্য বালকের মেলা,—
বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে—প্রাতঃ সন্ধ্যা বেলা;
দলে দলে আনন্দের মূর্ত্তিসম আসে,—
স্বভাবত জলকেলি খুবই ভালবাসে।
গঙ্গা আলোড়ন করি সন্তরণ দিয়ে—
দেবশিশু সম সব বেড়ায় ভাসিয়ে।
সরল প্রকৃতি আর হৃদয় নির্ম্মল,—
স্পর্শেনি তাদের আজও সংসারের খল্
চঞ্চল শোণিত মাত্র ধমণীতে নাচে,
উল্লাসে আনন্দে সব—আত্মহারা আছে।
এরাই ভবিষ্য আশা—দেশের দশের,—
এরাই সে উপাদান—মায়ের যশের।
কে বুঝিবে কি আনন্দ দেখিলে যে পাই,—
তাই আজ দুটো কথা বলিবারে চাই;
সন্ধ্যা-বন্দনাদি করে অনেকেই তথা—
শুচি ও পবিত্রাসনে, সহ একাগ্রতা।
সকলেই তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ হন,—
কেহবা বৃদ্ধ তাপস, কেহবা ব্রাহ্মণ;—

তাহাতে তাঁদের হয় চিত্তের বিক্ষেপ্—
সন্তরণ-ক্ষিপ্ত বারি নিয়ত নিক্ষেপ্—
হয় যবে তোমাদের পদ সঞ্চালনে,—
ভাব' দেখি কত ক্ষুণ্ণ হন তাঁরা মনে ?
কেহ শুদ্ধ চিত্তে, তাঁর হৃদয় আসনে,—
আবাহন্ ক'রেছেন—ইষ্ট-নারায়ণে,—
হেনকালে তোমাদের পদপৃষ্ট বারি—
কি আঘাত দেয় তাঁরে, কহিবারে নারি !
তোমরা যদি না রাখ, তাঁদের সম্মান্,—
নহে বড় কথা, করে অন্যে অপমান।
তোমারি দেশের তাঁরা—তোমারি সে ধর্ম্ম,—
তুমি না বুঝিলে, তার কে বুঝিবে মর্ম্ম ?
অপরে করিতে পারে রহস্য বিদ্রূপ্,
ভারতের জল মাটি তোমার স্বরূপ্ ;—
তুমি কি করিতে পার—পর অনুকৃতি,—
কে তবে জাগাবে মা'র অতীতের স্মৃতি ?
তাই বলি এ বিষয়ে দৃষ্টি রেখো ভাই,
ক্ষুণ্ণ নাহি হন্ কেহ—এই মাত্র চাই।

কাশীর-কিঞ্চিৎ।
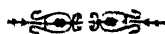
২য় দফা।

সারনাথ।

সদা আগমন হেথা, রাজা রাজড়ার,—
সম্পাদক সাহিত্যিক নাট্যাচার্য্য আর।
শিক্ষিতের হুড়াহুড়ি করিতে সাক্ষাৎ—
অশোকের মহাকীর্ত্তি—তীর্থ সারনাথ,—
সে অদ্ভুত কীর্ত্তিস্তম্ভ; অতীতের স্মৃতি—
হৃদয়ে জাগায় আজ শত শোকগীতি!
সরকারের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করি—
পঙ্গু সম উঠিতেছে—শ্বেত-হস্ত ধরি।
ভূগর্ভ সমাধি ত্যজি—ভাবে, কোথা এনু,—
হায়—কেন' হই নাই ধুলি সাথে রেণু!
কুতুহলী দর্শকের ক্রীড়নক হ'য়ে—
তাহাদের মিথ্যাময়ী অনুমান সোয়ে—

মূর্খেরও বহিতে হবে—অঙ্গুলী নির্দ্দেশ,
হা অমিত! ভাগ্যে কি গো এই ছিল শেষ?
কে বুঝিবে সে যুগের—সে মহাপ্রাণতা,—
সে কি হ'তে পারে কভু—ইতিবৃত্ত কথা?
কেবা দিবে সুখ দুঃখে—অতীতের ভাষা,—
দৃশ্য বা শ্রুতের মাঝে—কোথা তার বাসা"?
মাত্র গোটাকত শুধু হ'য়েছে উদ্ধার,—
ভূগর্ভ বিলুপ্ত আজও—তেহাই তাহার।

মানমন্দির।

মানমন্দির—নাম মাত্রে হ'য়ে পরিণত—
সাক্ষ্য দিচ্চে—কি ছিল আর, কি হয়েছে গত।
কোনো যুগে যদি কভু, ভক্ত তার জোটে,—
আবার সে সগৌরবে খাড়া হ'য়ে ওঠে।
মাত্র এখন্ পোড়ে আছে—অতীত গৌরব,
কখনো কেউ দ্রষ্টা জোটে—বোঝে-না সৌরভ।
কর্জ্জনের কেরামতি, নেক-নজরে আর—
হ'য়েছে সে পূর্ব্ব কীর্ত্তির কিছু পঙ্কোদ্ধার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, পুণ্য অনুষ্ঠান—
অসহায় রোগীদের করে শান্তিদান।
ধন্য সে মহাপুরুষ, ধন্য সেবক যত—
নিঃস্বার্থভাবেতে যাঁরা নর-সেবা-রত।
বিরাগী সেবক—আত্মসুখে "তুচ্ছ" বোলে—
রোগী আর দুস্থে তুলে, নিয়েছেন কোলে।
ভিক্ষা করি অন্যে সুখ দিতে চান যাঁরা
অনাথের মাতৃসম হ'তেছেন তাঁরা।
দেশ কিন্তু মুক্তহস্ত আজও তাহে নন্,
যক্ষসম কপর্দ্দকও আঁকুড়িয়া রন্!

ভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডল।

এটি একটি এমন ধারা বৃহত্তর কাণ্ড—
ইচ্ছা আর উদ্দেশ্যেই--উব্‌ড়ে গেছে ভাণ্ড।
"ভারত-ধর্ম্মে" বাঁচিয়ে রাখতে আছে এঁদের মন্‌টা,
শুনতে পাই লোক নাই, গলায় বাঁধে ঘণ্টা।
সামর্থে আর সঙ্কল্পেতে খাচ্চেনাক' খাপ্।
কাজেই সেগুলো বিষম হয়েছে বুকচাপ্।

অতিকায় অজগর, কষ্টে নড়ন্ চড়ন্,—
আপনার ভারেতেই আপ্‌নি যেন জখম্।
যে সন্ন্যাসী, এ বিপুল দেহমধ্যে, প্রাণ,—
ইচ্ছা, যত্ন, চেষ্টা তাঁর অবশ্য মহান,—
ত্যাগ শ্রম উদ্যমের নাহি তাঁর সীমা—
উজ্জীবিত করিবারে—হিন্দুর গরীমা।
কিন্তু এত বড় কাজ—একের ত' নয়,
আরো এতে চাই বহু—যোগ্য মহোদয়,—
কর্ম্মী ধর্ম্মী শাস্ত্রদর্শী মহা মহা রথী—
প্রত্যেক শাখার ভার নিলে,—এর গতি—
নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য-পথে—যাবে অবহেলে—
বর্ত্তমান বাধা বিঘ্ন অন্তরায় ঠেলে।
তবু বহু শুভকার্য্য হ'চ্চে এঁদের দ্বারা,
সঙ্কল্প প্রকাণ্ড ব'লে—অল্প ঠ্যাকে তারা।

ছত্র।

অনেক্ ছত্রই, ছত্র ধরেন আত্মীয় স্বজনে—
বাজার গুজব এইরূপ,—অনেকেই ভণে;
ভালবাসার-লোক আর বেকারের পেটে—
লোকে বলে—ছত্রের সার হয়েছে এক-চেটে।

দেশ হ'তে আসে যখন—চেনা পঙ্গপাল,
মধুপুরীর-লোক, আর আছে যার মাল্,—
তখন ছত্রের অন্ন পায়না বাজে লোকে,
থাল্ থাল্ ক্রমে গিয়ে তাদের বাসায় ঢোকে।
পরিচিত কেহ আছেন—পান্ পেনসন্,
ছত্রে কিন্তু বাঁধা তাঁর নিত্য নিমন্ত্রণ।
যাদের তরে ছত্র, তাদের অল্পই সাক্ষাৎ,
বেগতিক দেখে তারা—ফিরেচে পশ্চাৎ।
মহতের প্রতিষ্ঠিত পুণ্য-কীর্ত্তিধাম্—
ভূতে পেয়ে, এখন শুনি এই পরিণাম।
সম্পূর্ণ এ অপবাদ সত্য নাহি হবে,
হয় না বিশ্বাস তাই এই জনরবে।
বোধ হয়, থাকতে পারে সেথা এমন চাকর দাসী—
চোকে ধুলো দেয়,—এলে বোন্‌পো কিম্বা মাসী।
রাঁধে যারা, তাদেরও ত' আছে পাটরাণী,
সম্ভব তাদের বাড়ী—হয় কিছু আমদানী;
বেচ্‌তেও পারে গোপনে,—আছে বাঁধা ঘর,
হাসেন মন্দিরে বসি একা বিশ্বেশ্বর।
জাল ছেঁড়া আর পোলোভাঙ্গা, বকেয়া ঘুঘু যারা,—
নাম-লেখানো ভোক্তার মধ্যে প্রায়ই থাকে তারা।

পয়সা ভিক্ষে করে আর ছত্রে তারা খায়,
আবগারী আর আয়েব নিয়ে সময়টা কাটায়।
এখন কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখচি বছর বছর
ধীরে ধীরে কর্ত্তাদের পোড়্‌চে এতে নজর।
গরীব বিদ্যার্থী আর অসমর্থ যাঁরা,—
চেষ্টা হ'চ্চে, সর্ব্বাগ্রে যায় খেতে পান তাঁরা।

শ্রীষাঁড় মহাশয়।

হৃষ্ট পুষ্ট ক্ষুদ্র হাতি,—ফির্‌তেছে ষাঁড়গুলো,
যার পেলে খেলে, আর যেথা পেলে শুলো।
জমীদারের ছেলে যেন', চিন্তা নাইক' কিছু,
বে-পরোয়া চ'লে যায়, চায়না আগু পিছু;
অলি গলি রাস্তা ঘাটে—ভাগিরথী তীরে—
কেউ দাঁড়ায়ে কেউবা শুয়ে,—কেউবা বেড়ায় ফিরে।
আদরে আহারে বেশ নাদুশ্ নুদুশ্,
কে আসে কে যায়, তার নাহি কিছু হুঁস্।
কথা বার্ত্তায় কেয়ার নেই—চড়ে বা চাপড়ে,—
বাদশাহী চালে থাকে; কিছুতে না নড়ে।
দক্ষ ডিপ্লোম্যাট্ সম, ঘুত্‌তে চাহে না,
মতলব হাসিল্ তরে—মাথাটি নাড়ে না;

বাজারে ভিড়ের মাঝে ঘোরে শতবার,—
সেও যেন' একজন ব্যস্ত-খরিদ্দার!
আহার্য্য, দেখেই তারা অনায়াসে টানে,
ভ্রুক্ষেপ নাহিক কিছু,—তাড়না না মানে।
ভক্তেরা কেউ স্পর্শ করি,—করে নমস্কার,
কেউ গায়ে হাত বুলায়, দেয় বা খাবার।
বাছাদের বড় ভাগ্য, নাইক' কোন' গোল্,—
পড়ে নাই গলে আজো—মুন্সীপালের জোল্!
সে ভার্ এখন্ দেখি মহিষাস্থরে বয়,
ষাড়েরা হাসেন,—কিন্তু বেশী দিন নয়।
ষাঁড়ে ষাঁড়ে ঠ্যালা ঠেলি—শিং ঘশাঘশি—
ঘাটে পথে দেখে,—সোরে যাই সাত রশি!

শ্রীমান্ বানর।

ত্রেতাযুগে পোষ্যপুত্র নিলা রঘুমণি,—
অনিষ্টের অবতার—দুষ্ট শিরোমণি!
অমর হইল সবে, সেতু বেঁধে তাঁর,
এখন সে কেতু হ'য়ে ভাঙে ঘর দ্বার!
বাঙালীটোলার তারা নিয়েছে ইজারা,
যাত্রীদের শান্তি নাই,—শশঙ্ক বেচারা।

কেউ ছিঁচ্‌কে-চোর তার, কেহ বা ডাকাত,
কিছুতে এড়াতে নারি—তাহাদের হাত।
ক্ষণমাত্র অসাবধান হই যদি ভুলে,
সাম্‌নে থেকে ভাতের থালা নিয়ে যায় তুলে।
বাঁদর্‌গুলো শেকোল্‌ খুলে ঘরে এসে ঢোকে,—
অতি-বড় চতুরের—ধুলো দেয় চোকে।
এমন্‌ অপকারী জীব অধিক আর নাই,
হিঁদুর দেশ বলেই যাদু পেয়েছে রেহাই।
ঘেঁসেনা সে শ্বেতাঙ্গের বাংলা কি বাগানে,
সেটা যে যমের বাড়ী, তাহা বেশ জানে।
এঁরাই যদি "ডারউইনের—ভবিষ্য মানব,
বিশ্বনাশই বিশ্বনাথের একান্ত মতলব!
ছেলেটাকে দেখে কিন্তু সন্দ যায় চলি!
আর যেন' আস্‌তে না হয়—বিশ্বনাথে বলি।

মহামান্য চাকর দাসী।

মুন্‌সেফ্‌ ডেপুটি পাই সহজে এখানে,
দাসী চাকর মেলে কিন্তু অনেক সন্ধানে।
কানা গরু, নাদে পাতলা, খেতে চায় খোল্‌,
তার চেয়ে শতবার ভাল শূন্য গো'ল্‌

"কাহারে"ও, * বছর তিনেক হোলো পৈতে নেছে,
পৈতে নিয়ে বড় হবার—আপদ্ চুকিয়ে দেছে!
এরা এখন, গেঞ্জী প'রে গুড়ুক্ খায়,বাজার কোরে থাকে,
তামাক্ টেনে—পোড়া কোল্‌কে—বাবুর হুঁকোয় রাখে।
বাবুদের হাত পা খোঁড়া, পঙ্গু তাঁরা সবাই,
পোড়ে পোড়ে এই বেটাদের হাতে হন্ জবাই।
কুঁদের মুখে, ত্বরায় সোজা হতেই হবে ব্যাঁকে,
দেখি এই বাবুয়ানা ক'দিন্ আর ট্যাঁকে?
সকাল সন্ধ্যে চা খায় একটু, দুধ চিনি তায় চাই,
এঁটো নেওয়া, বাসন মাজা—তাদের কাজ আর নাই!
সে কাজ তরে—জুদো আবার চাই একটা ঝি,
ছোঁয়া যদি খেতো মোদের,—পাতে চাইত' ঘি!
সে মাগিও স'রে পড়ে—সন্ধ্যা দীপ্ জ্বেলেই,—
কাজ তোমার প'ড়ে থাকুক্, বা কাঁদুক্ তোমার ছেলেই,
দুদিন্ তরে আসেন্ যাঁরা—সিকন্দরী চালে,—
এসব কথা বুঝ্‌বেন না, তাঁরা কোন' কালে।
গৌরীসেনের নবাবীতেই—এদের এত' গরম,
মধ্যবিত্ত কাশীবাসীর—সকল দিকেই মরণ।

---

* "কাহার" জাতি। পশ্চিমাঞ্চলে ইহারাই চৌকা দেওয়া, বাসন মাজা প্রভৃতি ভৃত্যের কাজ করিয়া থাকে।

তবুও এখানে বড়,—কল্-কারখানা নাই,
স্বস্তি চাওত' সঙ্গে করে লোক এনো ভাই।

হিতৈষী গোয়ালা।

দুধওলা গয়লা,---পরম হিতৈষী মোদের,
নাম-মাত্র জল দেয়—এক সেরে আদ্‌সের!
কিম্বা দেয় পরিষ্কার মাঠা তোলা দুধ,
পরম দয়ালু আর ধার্ম্মিক অদ্ভুত।
খাঁটি দিলে,—পাছে মোদের হয় বদ্‌হজম্,
কৃপা কোরে তাই—এই নিঃস্বার্থ নিয়ম!
টাকায় আটসের লও---কিম্বা দশ সের,—
ধর্ম্মক্ষেত্রে, নিয়মের হবেনা হের্‌ফের্।
মহিষটাই, গরজ বুঝে—গাভী কভু হয়,
বৈশ্যের যেমন একই ভাণ্ডে,—সকল তৈলই রয়।
বেদান্তচর্চ্চার দেশে সবাই বৈদান্তিক্,
গরু আর মোষ একই, কোরে নেছে ঠিক্।
যাহোক্, তবু গয়লা ভালো---গয়লানীর চেয়ে,
তাঁদের যোগান্ নেওয়া মানে—মরাটা জল্ খেয়ে!
কষ্ট দেখে, কোর্‌তে একটা প্রতিকার এরি
ভদ্রলোকে ধীরে ধীরে—খুল্‌তেছেন "ডেরি"।

দশাশ্বমেধ বাজার পাশে, খুলেছেন দোকান্,—
সকাল সন্ধ্যা সেইখানেই, দেন সবারে যোগান্।
সরবরাটা প্রচুর হ'লে,—পাবেন যখন সবাই,—
জল-দোষটায় রেহাই দিতে—পারেন গয়লা মশাই।

অথ ধোপা।

পাছে দুঃখ করে ধোপা, তাদের কথাও বলি,
তিন ক্ষেপ্ কাপড় দিলেই,—একখানা যায় চলি!
ভাঁটি দিয়ে পাড জ্বালিয়ে, জীর্ণ ক'রে আনে,
সেরেফ্, চুণ আর সাজির ঠ্যালায়, কদিন বাঁচে প্রাণে?
অধিকন্তু, প্রাণপণে আছাড়টা দেয় তায়,
কাপড় মেরে—পাটা খানা, ভাংতে যেন চায়!
ভালো ভালো বোতামগুলো, ফেরে না আর ঘরে,
যে কারণেই হোক্,—তারা ধোপার হাতেই মরে!
যখন দেখে পেড়াপিড়ি,—স্থবিধে নয় আর,—
দু তিন্ খানা নতুন কাপড় সেই ধোপেই পাচার;
তার পরে আর দেখা নাই,—না আছে তাগাদা,
অতি শিষ্ট ছেলে,—তাদের এই নিয়মই বাঁধা!
বিশেষ যাঁর ধোপানিদের সঙ্গে কারবার—
উক্ত নিয়ম হ'তে কভু রক্ষা নাহি তাঁর।

এ সব যা নিয়ম, তা, বাঙ্গালিরই তরে,—
চিনেছে তায় এদেশের—এগুা বাচ্ছা নয়ে।

বাছা ইন্দুর।

বানর আর ধোপা ছাড়া, আর এক প্রভু আছেন,—
অতিশয় নির্ব্বিকার,—কিছুই না বাছেন।
কি গুণে যে গণেশ দাদা, করেছিলেন বাহন্,
গুণের মধ্যে দেখ্‌তে পাই—আগা গোড়াই দাহন।
চেপে তারে থাকতেন বসি,—বোধ হয় ডিপ্লোমেসি,—
যাতে ইনি নড়াচড়া—না করেন বেশী।
তানাতো, তালপাতার পুঁথি---থাক্‌তো না একপাতা,—
কুচি কুচি ক'রে তার—খেয়ে দিত মাথা।
বাঁদর আর ধোপার হাতে—যদি কিছু বাঁচে,—
নিশ্চয় বিনাশ তার আছে এঁর কাছে।
বিনা আবাহনে আর বিনা প্রয়োজনে—
সতত নিবিষ্ট ইনি অনিষ্ট সাধনে।
এক একটা এমন ধারা—সুপুষ্ট গতরে,—
বেড়াল, এদের ধরিবে কি—এরাই বেড়াল ধরে।
"পদ্মপাঠে"ই প্রথম এঁদের পাই পরিচয়,
এখন দেখি,—এঁদের জ্বালায়, কাশী ছাড়তেও হয়।

কাশীর মাটি।

কাশী খণ্ডে দেখ্‌তে পাই—কাশীর মাটি স্বর্ণ,
দেখে শুনে বুঝেছি তা—মিথ্যা নয় একবর্ণ।
এক ঝুড়িতে সের পণেরো মাটি মাত্র থাকে—
ছ পয়সার কমে কেউ দেয় নাক' তাকে!
সস্তায় যদি এ দেশের তয়েরি বাড়ী কেনেন্—
ছাল্ ছাড়ালেই দেখ্‌তে পাবেন—কাদায় গাঁথা খিলেন্!
দ্যালগুলো সব—ইটের খাপ্,—মধ্যে মাটি ঠাশা,
"কদাকামে" চুণ ফিরিয়ে—মানিয়ে দেছে খাশা।
বাঙ্গালির, মাথাটায় হাত বুলুবে বোলে—
তিনশো টাকার মধ্যে যারা—দ্বিতল বাড়ী তোলে,
ডালপালা আর নুড়িনাড়াই মাল মশলা তার,—
আর ঐ কাশীর সোনাটার—এন্‌তার ব্যাভার।
সব ক্ষেত্রে এ নিয়ম—না থাক্‌তেও পারে,
ক্ষতি কি তায়—দেখে যদি লন্ খরিদ্দারে?
অনেক স্থলেই পাবেন এই খোলোশ্ ঢাকা সোনা,
মন্দ নয় কি—পরীক্ষান্তে টাকাগুলো গোণা?
কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে তাতে থাক্‌তে যদি হয়,—
বর্ষায় গোরস্থ হবার থাকে না আর ভয়।

বেলগাছের বেহাল্।

বড়লোকের আওতা যেমন—সয়নাক' গরীবে,—
একদিন,—গ্রাসেতে তাঁর—নিশ্চয়ই মরিবে;
মাথা তুল্‌তে গেলেই হয়—অশেষ দুর্গতি,
ভিটে বেচে পালায় যে বুদ্ধিমান অতি।
পাড়াগাঁয়ে ঘোঁড়া পেলে—বালাম্‌চী তার ছেঁড়ে;
ছোঁড়াগুলো, করে দেয় দুদিনে তায় বেঁড়ে;
এখানে বেলগাছের দেখি, দুর্দ্দশাও সেই,—
না গজাতে পাতা—তার একটিও নেই!
যত দেখি তাদের,—যেন বাজপড়া সবাই,
তবু দিনেকের তরে—নাহি কারো রেহাই।
এক লক্ষ শিবতরে—শত লক্ষ পাত্‌—
দিতে পারে,—বিউতে সে পার্‌লে দিন রাত!
চির দিনই, এ রোগের নাই কোন' অষুধ,
গরজেতে বলদ্ দুয়ে, দিতেই হবে দুধ!
জাপান, একবার যদি খোঁজ পায় আজ,—
বার্নিস্ করা বেলপাতার পাঠাবে জাহাজ!

কালীতলায় নরবলি।

বলিদানের, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটা হাজির্,
কালীতলায় দাঁড়ালেই, পাবেন নজির্।
সেথা দেখি, ফলওলারা,—দিন রাত বোসে—
খরিদ্দার পেলেই তারে,—কোপ্ মার্‌চে কোসে !
দু পয়সার জিনিষটারে—দু আনাতে ছাড়ে,
বাবু দেখ্‌লে, আরও একটু—উঁচিয়ে কোপ্ ঝাড়ে।
শুনতাম্, নরবলিটা—ভারত ছেড়ে গেছে,
দেখি,—মহাতান্ত্রীক্ ফলওলা, তায় সহজ করে নেছে !

গোয়েবী।

কোশ্‌খানেক দূরে কুয়া—"গোয়েবী" নাম তার,
অজীর্ণাদি সারে,—জল ক'র্‌লে ব্যবহার।
খোকার মায়ের "ডিস্‌পেপ্‌সিয়া" সারাবার তরে—
অনেকে বিশ্বনাথ ফেলে—তারই সেবা করে।
লোক ধোরে মজুরী দিয়ে—আন্‌তে পাঠান্ জল,
দুদিন পরে, কোঁৎ পেড়ে কন্—"হোলোনাকো ফল" !
ছাখেন না—সে মজুর মিন্সে—কোথাকার জল আনে,
ভাবেন্—যখন পয়সা দিছি—ভয় নেই কি প্রাণে ?

বেশ কোরে আদব্যাল। ব্যাটা, কোসে গুড়ুক্ ফুঁকে—
কানাচের "কোর্" জল নিয়ে—দাঁড়ায় এসে ধুঁকে!
জানেন না যে, কি জাত এরা, কোন্ ধাতুতে গড়া,—
ডাইনের কোলে ছেলে, আর এদের হাতে ঘড়া!
শুন্‌চি, এখন সেখানকার লোক, জল দিয়ে যায় নাকি,—
আশাটা করা যায় তাতে,—ক'ম্‌তে পারে ফাঁকি।

স্মৃতি-মন্দির।

কাশীর মধ্যে বড় বড় কীর্ত্তি দেখি যাহা,—
দাতা বা দাত্রীদের—মহা পুণ্যসৌধ তাহা।
দর্শকেরা দেখে শুনে গুণ গায় তার,—
একটি মাত্র দেখিলাম এ নিয়মের বার।
"স্মৃতি মন্দির" বোলে লেখা ফটকের গায়,
সাধ্য কি একটা পা কেহ অন্দরে বাড়ায়;
বাঙ্গলা, ইংরাজি, উর্দ্দু আর দেবনাগর,—
প্রচারে নিষেধবাক্য—ডাগর্ ডাগর্!
চারটি ভাষায় লেখা দেখে—প্রবেশ বারণ,—
না পায় দর্শকে ভেবে—ইহার কারণ।

বুঝ্‌তে নেরে চ'লে যায়, ভাব্‌তে ভাব্‌তে সবে—
নিশ্চয় এ একটা কিছু—নূতন রকম হবে।

সভা-সমিতি ও আড্ডা।

হরিসভা, ব্রাহ্মণসভা, চক্র, চতুষ্পাঠী,—
সন্ধ্যা হ'লে স্থানে স্থানে, বাঁয়ায় পড়ে চাঁটি;
হারমোনিয়ম্‌, গ্রামোফোন্‌—বৈঠকেতে বাজে,
নব্য-নিয়ম সবই হেথা—অক্ষুণ্ণ বিরাজে।
ইস্কুল কলেজ আছে—আছয়ে বোর্ডিং,—
ক্রিকেট্‌, ফুটবল্‌, হকি আছে 'এভ্রিথিং'।
"সাহিত্য-সমাজ" আছে—আছে পাঠাগার,—
নাই শুধু লোক—করে ব্যবহার তার।
দু-পাঁচ জনের প্রাণটা বোধ হয়, কাঁদে ব'লে তাই—
প্রতিষ্ঠানগুলি আজও কাশী পায় নাই।
মহারাষ্ট্রী আর এদেশবাসীর দেখি কিছু টান্‌,
"কারম্যাইকেল্‌" লাইব্রেরীতে তাঁরাই নিত্য যান।
"বান্ধবাদি" সমিতিতে আছে কিছু প্রাণ্‌,
এ অঞ্চলে বাদ্যগীতে—তাঁরাই প্রধান্‌।
সত্তর হাজার, বাঙ্গালীর সংখ্যা শুন্‌তে পাই,—
তাতে আবার ছেলেদের পালিয়ে আসবার ঠাঁই;

নাট্যশালে ঘটেছে তাই---ত্র্যহস্পর্শ যোগ,
লোক ভাঙ্গাভাঙ্গি আদি---জাতীয় যা রোগ!
মাঝে মাঝে দেন তাঁরা, নানা অভিনয়,
মোটের উপর বোল্‌তে গেলে—কেহ মন্দ নয়।
কারো কারো আছে বটে, বেজায় ঢো আর ঢং,—
স্বাভাবিকের বাইরে গেলেই—সেটা কিন্তু রং।
টিকিট্‌ কোরে কভু তাঁরা দর্শনীও নেন্‌,
শুভকার্য্যে সাহায্যার্থে—"বেনিফিট্‌"ও দেন।
কিন্তু ভাই বড়ই অভাব—অনেক মোদের বাকি,—
শুধু যেন' নাটক নিয়ে, পোড়ে নাহি থাকি।
জাতের আর দেশের কাজ, সবই আছে প'ড়ে,
যেন',—চোক্‌ বুজে তা ভাসিয়ে না দি---রঙ্গরসের তোড়ে।

সাময়িক পত্র।

শিবের হাতে ত্রিশূল ছিল—মহা বিষ্ণুভক্ত,
নিতান্ত নিরীহ ছিল—দেখেনি সে রক্ত;
এখন তাহা গেছে দেখি, পঞ্চভূতে মিলে,—
"অম্লশূল্‌" নামে অংশ—বঙ্গনারী নিলে;

একাংশ "দিক্‌শূল্" হ'য়ে—গেল' পঞ্জিকাতে,
কতকাংশ "মাশুল্" হোলো চুঙ্গী আদায় খাতে;
বউগুলো "চক্ষুশূল্" হোলো শাশুড়ির,—
আর, বঙ্গ-কেরাণীরা—আপিস্ কর্ত্তাটির;
বাকি অংশের নিয়েছেন সম্পাদক ভার,—
"ত্রিশূল" পত্রের তাতে, কাশীতে প্রচার;
শিবের সেরিফ্ সম প্রতি মাসে মাসে,—
সনাতন ধর্ম্ম আর টিপ্পনী প্রকাশে।
তবে কিনা,—জোগাড় কোরে সত্যযুগের রশি,—
তাই দিয়ে বাঁধ্‌তে গেলে, এ কাল্‌কে কসি,—
অনাদি কালের সেই রোদে জলে জীর্ণ,
অসমর্থপ্রায় রজ্জু,—হয় শত ছিন্ন।
তার তয়ে গাত্রদাহ, পত্রে যদি ফোটে,—
মনে হয় না, আহত কেউ হবে তার চোটে।
"সময় মত" গুচি দিয়ে কোর্‌লে তায় শক্ত—
একালেও জুট্‌বে বহু শ্রদ্ধাবান ভক্ত।
তানাতো ত্রিশূল যদি, হুলের ধর্ম্ম পোষে—
আর, "খুব বিঁধেচি" ভেবে কেবল আপনাকেই তোষে,
এ যুগেতে সেটা বোধ হয়, সাফ্ পণ্ডশ্রম্,
নিশ্চয়ই ত্রিশূল তেমন করেন্ নাক' ভ্রম।

ক্ষুদ্র জীবেই হুল্‌টা ধরে, থাকেও তা পশ্চাতে,
মুখ-ধর্ম্মী* ত্রিশূল, কভু বয়না সে অখ্যাতে।

—

অবধুতের অব্যর্থ মহৌষধ।

শুন্‌তে পাই আছেন হেথা, বড় বড় সব অবধুত,
বড় বড় রোগের জানেন, বড় বড় সব ওষুধ।
বড় বড় ভস্ম আর, বড় বড় সব রস,—
বড় বড় রাজা রাজড়া, লক্ষপতি বশ।
নিত্য তাঁদের এসে থাকে, বড় বড় মণি-অডার,
ঘেঁশবার্ পথ নাইক' সেথা রামা শ্যামা গদার।
বড় লোকের বংশরক্ষা, করেন দিয়ে পুত্র,
এই সূত্রে ভাগ্যবানের—সারেও বহু মুত্র;
যে সকল লক্ষ্মী-পুত্রের—একাধিক রাণী,—
তাঁরাও নাকি ওষুধ আর, পান আশার বাণী।
প্রাই এ সব পরোপকারে, আনন্দ আর সুখ,—
বঙ্গের প্রতি চান যদি, তুলে একবার মুখ।
দুরারোগ্য রোগগুলোকে ক'রেছেন গোলাম,
গোঁসাই একবার কৃপা করুন, ম্যালেরিয়ায় মোলাম!

* যাহার ধার সম্মুখে।

বঙ্গের প্রতি নেক্‌নজর্‌ করেন যদি স্বামী,—
লক্ষ লক্ষ অনাথার, কান্নাটা যায় থামি।
ধর্ম্ম আর পরের হিতই, আপনাদের ব্রত,
শ্রীপদে জানাই তাই, মাথা করি নত—
গরীব তারা, হাওয়া খাবার নাইক' তাদের কড়ি,—
দক্ষিণা নেই,—ডাক্তার যে আসবে মোটর চড়ি।
নাইক' যে সব মহাত্মার, পার্থক্যের চাপ্‌,—
তাঁরাই তাদের আশা ভর্‌সা, তাঁরাইত' মা বাপ;
পাঁচ মহাপুরুষে মিলে, ত্থান যদি নজর,—
বাংলা-দেশটা ছারে-খারে, যায় না বছর বছর।
কৃপাটা একচেটে ক'রে, আছে যে-সব কাত্‌লা,—
টাকায় যাদের জোমে আছে, সাত-পুরুষের ছাত্‌লা,—
ব্যবস্থা, বিতরণ, খরচ,—থাকুক্‌ সে-সবার,—
অব্যর্থ ওষুধটা দেবার, আপনারা নিন্‌ ভার;
তা হ'লেই এ মহাব্রতের ফলে মহৎ ফল্‌,
লক্ষ লক্ষ মা বাপের, ঘোচে চোখের জল।
আপনারা সব আদেশ আর, উৎসাহ দেন যদি,—
বহু-মূল্য পাথরদের, ফিরতে পারে মতি।
অব্যর্থ ওষুধটা যদি লক্ষপতিই পায়,—
বর্ষে—দশ লক্ষ,— বঙ্গে মরে ম্যালেরিয়ায়!

সে "অব্যর্থ," অর্থশূন্য অসমর্থ কাছে,
নিরুপায়, অসহায়, যদি না তায় বাঁচে।

কাশীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জিনিস।

এখানে বিখ্যাত বটে বেনারসী সাড়ি,
হিঁদুদের দেয়না ভেদ, এম্নি শিল্পীর আড়ি।
সবাই হেথা কাঠের খেল্না, ছেলেয় কিনে দেয়,
মন্দ নয় তা,—ঠুকে ঠাকেও ভাংতে দুদিন নেয়।
ভাল বটে হয় এখানে---জরি, পেতলের কাজ,
বিলেতেও গিয়ে হয় তা, গৃহশোভার সাজ।
জার্ম্মান্-সিল্‌ভারের বাসন, আসন্ নিচ্চে কেড়ে,
কাস্তে নেবে কারিগর, সে ব্যবসাও ছেড়ে।
কাশীর চুড়ি, ল্যাংড়া আম, বেগুন, পেয়ারা,—
আম্‌লকীর মোরোব্বাদি উল্লেখের যারা।
"ল্যাংড়ার" চেয়ে "গোদা" কিন্তু দেখি যথা তথা,—
ডাক্তার বন্ধীর এটা ভাবিবার কথা!
কাশীর চিনিটা বটে, নাম্ কিনেছে প্রচুর,
মূলে সেটা,—জলশূন্য শুষ্ক তালপুকুর।
দোক্তার্ ভোক্তা বেশী বিশ্বনাথের দেশে,
তামাক, নস্যি, সুরতি, জর্দা আছে দোকান্ ঠেশে।

হুঁকো কোল্‌কে পান তামাক, এক পয়সা ফেলে—
সস্তার মধ্যে দেখতে পাই,—একত্রেতে মেলে।
তা ছাড়া, এ কাশী নয় মধ্যবিত্ত তরে,—
রেখেছে বসন্ত-পাখী, সবই আক্রা ক'রে।
পোষায় এখানে বাস—যাঁহারা আমীর,—
অথবা, যে সব ছেড়ে হ'য়েছে ফকীর।
এখানে সকলি প্রাপ্য, কিন্তু সোনার দরে,
সস্তা ঠ্যাকে, কোল্‌কেতার বাবুদের ঘরে।
তিরিশ্‌ টাকায় বাড়ী পেয়ে বলেন্‌ "ড্যাম্‌ চীপ্‌"—
এত দিন দশ টাকায় তায় থাকিত্ত গরীব।
এত'বড় হিঁদুর তীর্থ, ভূতে কোর্‌চে মাটি,
তারাই মোলো—তীর্থবাস করে যারা খাঁটি!
হয়েছে সব ক'ল্‌কেতার্‌ দর, বাকি ছিল বাড়ী,
তার ভাড়াটাও উচোঁয় বুঝি—কোল্‌কেতারে ছাড়ি!
বড় জোর এক আদ্‌ বছর দেরী আছে তার,
তা হলেই বাবুদের, একচেটে বিহার!
গরীবদের তুল্‌তে হবে, কাশীবাসের পাট্‌,
কার্ত্তিক্‌ আর কুবের মিলে ভাংবে শিবের হাট্‌!
"ইমপ্রুভ্‌মেণ্ট্‌ স্কীম্‌"টা তখন, হবেই হবে পেস্‌,
হোটেল্‌ আর গামার দোকান—বেড়ে যাবে বেশ্‌।

সব চেয়ে বলি তাই, বিশ্বনাথই ভালো,—
অন্নপূর্ণা মা আমার, কোরে আছেন আলো।
চৌদিকে যখন ওঠে—সানায়ের সুর,—
প্রাণে যেন' সাড়া দেয়, চিন্তা করে দূর।

জঙ্গম মঠ।

কাশীতে জঙ্গম-মঠ—খ্যাত প্রতিষ্ঠান,
দক্ষিণের যাত্রীদের—এইখানেই স্থান।
সন্ন্যাসী পরম্পরায়—মোহান্ত হন্ হেথা,
প্রধান শিষ্যই গদি পান—এইরূপই কেতা।
বাড়ী, জমী, জমিদারী আর তেজারতি,—
এই সব সম্পত্তিতে, এঁরা কোটীপতি।
শত্‌করা আট আনা সুদে হেথায় রেখে টাকা—
অল্প-পুঁজির লোকেদের—হয় কাশী থাকা।
জঙ্গমের বাড়ী, জমী,—যেখানে যা আছে,—
ক্রেতা পরম্পরা তাহা, যাক্ যার কাছে,—
দামের চতুর্থাংশে জেনো, জঙ্গমের দাবী—
বরাবরই আছে,—পরে খেয়োনাক' খাবী!

কাশীর-কিঞ্চিৎ।
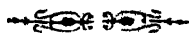
৩য় দফা।

আত্মীয় ও আলাপীর উপদ্রব।

এখন্ ত' আর নয়ক' এটা পূর্ব্বের কাশী আসা,
আস্‌তে হয় না উইল্ কোরে—ভেঙ্গে চুরে বাসা।
এখন যদি কাশী আস্‌তে চায় একবার মন্‌টা,
চাই কেবল পাঁচটা টাকা—আর ষোল'টা মাত্র ঘণ্টা।
রেলের কৃপায় নিত্য এখন যাত্রী আনা গোনা,
"কন্‌সেসনে" যোগ হয়েছে, সোহাগায় সোনা!
বাঙ্গলার, সব পল্লীর লোকই—আছে কাশী জুড়ি,
কারুর্ কেহ মাসী পিসী, কারুর খুড়্-শ্বাশুড়ী;
কারুর বা কেউ পরিচিত, কিম্বা গ্রামবাসী,—
আলাপী বা পূর্ব্ব বন্ধু,—বাস্ কর্‌চেন্ কাশী।
অবস্থাটা একাহার—কষ্টে বেঁচে থাকা,
বধু-মাতার কৃপায় পান, বজেটের চার টাকা।
এটাও দেখ্‌তে পাবেন হেথা—বিরল নয়ক' সেটা,
ল্যাটা এড়াতে, মা বাপকে কাশী পাঠিয়ে বেটা—

দু-চার মাস দিয়ে কিছু, তার পরেই চুপ,
দেশে কিন্তু ফুলকপি আর, কজ্‌লী চলে খুব।
এখানেতে বুড়ো বুড়ি ভিক্ষে ক'রে খায়,
সকাল সন্ধ্যে ছেলের তবু—মঙ্গলটা চায়!
এক বাড়ীতে ষোল' জনে, করেন তাঁরা বাস,
একটি ঘর, তিন হাত দালান, দাঁড়িয়ে ফেরেন পাশ।
দুটী ঘর নেছেন, যাঁদের অবস্থাটা ভালো,
আর যাঁদের পনেরো বিশ, তাঁরাই শাঁশালো।
তা ছাড়া যা দেখ্‌তে পান, বড় বড় বাবু,
মুখ্ বদ্‌লাতে আসেন তাঁরা, খেলে বেড়ান গ্রাবু।
আজ আস্‌চে সম্বন্ধী, কাল ভায়রা-ভাই,
ওটা তাঁদের আদিখ্যেতা, কথায় কাজ নাই।
কেউ আসে চশমা চোখে, বড় বাবুর "কজিন্",
শালী আসেন সেকেণ্ড্ ক্লাসে—খান "সেনাটোজিন্"!
সে-সব বড় বড় কথা, লিখ্‌বেন যাঁরা রথী,
মধ্যবিত্ত গরীব নিয়েই, কথাটা সম্প্রতি।
রেল-কোম্পানী ক'রেছেন সবার উপকার,
কাশীবাস ওঠে কিন্তু, গরীব বেচারার।

দিনান্তে এক-বেলা খেয়ে, মাথা গুঁজে থেকে—
আনন্দেতে আছে যারা, বিশ্বনাথে ডেকে,—
তাদের উপর বেজায় জুলুম্, বাড়্‌চে প্রবল বেগে,
আত্মীয়ের অত্যাচার, আছেই তাদের লেগে।
তৃতীয় প্রহরে হঠাৎ এসে হাজির পিলে,
কোথায় বলায়, কিবা খাওয়ায় লাগিয়ে দিলে দিশে!

অকস্মাৎ গাড়োয়ান এসে, পাড়া ক'রে মাথায়,—
মহা গরম হ'য়ে মিঞা, চেঁচায় আর শাসায়।
ছাতের উপর বাক্স প্যাঁট্‌রা—বিছানার মোট,
গাড়ীর মধ্যে, কর্ত্তা গিন্নী—ছেলে মেয়ের ঘোঁট।
"কোথায় থাকে ক্ষ্যান্তোদাসী, ছিনাথ মামার শালী"?
গাড়োয়ান খোঁজ করে আর, রেগে পাড়ে গালি।
সাত্ পাড়া ঘুরে শেষ ফুট্‌পাথেতে নাবিয়ে—
চ'লে যায় গাড়োয়ান—তিন্‌টি টাকা হাতিয়ে।
(এদের্ জুলুমের কথা, লিখে মরা বৃথা,
কুলিদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সুগ্রীব মিতা!)
যে যায় তারে—সুধান্ বাবু, ক্ষ্যান্তদাসীর পাত্তা,
"দেড় হাজার ক্ষ্যান্ত আছেন," শুনে শুকায় আত্মা!

কেউ বলে "কোথাকার পাগল্," কেউ বলে "ন্যাকা",
ভাগ্যে কোনো গেজেট্-গিন্নীর, সঙ্গে হ'লে দেখা—
জজের মত জেরা কোরে, চোক্ বুজে দেন রায়—
"ফরিদ্‌পুরী ক্ষ্যাস্তো থাকে—"এওর বটতলায়" ;
ঠিক্ ঠিকানা জানা নেই— পুরুষ ত' তুমি আচ্ছা,
তিন-পোর বেলা হোলো—মোলো কাচ্চা বাচ্চা,
চলো এখন আমার সঙ্গে" ;—মুটে ডেকে তখন,
পাঁচসিকে সেলামী দিয়ে, বাবু করেন গমন।
ভাতে-ভাত রেঁধে মাত্র খাচ্ছিলো ক্ষ্যান্তো,
খবর পেয়েই অঙ্গ-হিম্,—রইল'না সে জ্যান্তো!
বলে,—"আমার তিনকুলে কেউ থাকলে—চরকা কেটে—
দিনান্তে এই ভাতে-ভাত দেবো কেনো পেটে?
সাত পুরুষের কুটুম্ আমার—কে এলেন্ না জানি,"
বোলে, গরীব উঠে পড়ে—সরিয়ে থালা খানি।
সাতটি প্রাণী, পাঁচটি মোট্—দেখেই চোম্‌কে যায়,
এমন সময় বাবু এসে—প্রণাম করে পায়।
"তুমি আছ, সেই ভরসায় এলুম মোরা কাশী,
অনেক খোঁজ কোরে, তোমায় বার-করেছি মাসী,
হপ্তা তিনেক থাক্‌বো মাত্র,—পার্‌বো না তার বেশী,—
তবে যদি আরাম বোধ করে এলোকেশী—

তখন না হয় দেখা যাবে"; বোলে, গৃহ প্রবেশ—
কোরে দেখেন্—পা বাড়াবার নাইক' স্থান লেশ !
বলাটা বাহুল্য মাত্র—ঘটে যা তার পর,
আড়ালেতে এ ওর নিন্দা করে পরস্পর।

"আপ্‌কারের" বড় বাবু উমেশ পেতো আশী,
খুবই তখন বাবু ছিল, এবং মিষ্টভাষী;
নিত্য সাঁজে বৈঠকে তাঁর—উড়্‌ত' চা আর পান্,—
গল্প গুড়ুক পঞ্জা ছক্কা—বাজ্‌না আর গান্।
খুব আলাপী ভদ্র এবং মিশুক্ ছিল' উমেশ,
পরের উপকারেও তার—চেষ্টা ছিল' বিশেষ।
"না" বোল্‌তে জানত'না সে, হাতে কিছু থাক্‌তে,—
কাজেই—পারেনি কভু এক পয়সা রাখ্‌তে।
বৃদ্ধ হ'য়ে, মাকে নিয়ে, কোর্‌লে কাশীবাস—
কুড়ি টাকা পেন্‌সনেতে,—যতক্ষণ শ্বাস।
বারো আনায় একখানি ঘর, ভাড়া নিয়ে থাকেন,
ঠাকুর চাকর নাইক'—নিজেই রাঁধেন, বাসন মাজেন
তাতেই তার বেশ আনন্দে—কেটে যেত' সময়,—
আত্মীয় আর আলাপী না হ'তেন যদি উদয় !

গ্রহের মত হঠাৎ তাঁদের, আছেই আবির্ভাব,
বোঝে না কেউ—উমেশের যে কত'টা অভাব।
কেউ বলে—"বুড়ো বয়েসে হিসিবি হ'লে নাকি,—
ঠাকুর চাকর সবাইকে যে—দিচ্চো বেশ্ ফাঁকি ?
এই ঘরে কি মানুষ থাকে,—জুতো রাখি কোথা ?
টাকাগুলো ভূতেই খাবে—পোড়ে থাক্‌বে পোতা !
পান তামাক চা'র ব্যবস্থা—কিছুইত' দেখি না,
আমার কিন্তু একটি দিনও—চোল্‌বেনা তা বিনা।
শুনেচি নাকি মাছ মাংস—সস্তা হেথা খুব ?
বেশ্ ক'রে ঝোল্‌টা রাঁধো—দিয়ে আসি ডুব !
রাত্রে শুধু ক্ষীরের লাড্ডু, রাবড়ী, বালুসাই—
এই খেয়েই থাকা যাবে, রেঁধে কাজ নাই।
আর্ ছাখ'—মাংসের হাঙ্গাম্ কাল্ হবে তখন,
আজ কেবল আদপো খানেক—এনে রেখো মাখন।
আর এক কথা—যা হয় কিছু ফলটা নিত্য খাই,
আঙ্গুর আর আপেল্ হ'লেই, চ'লে যাবে ভাই।
দেখ্‌লুম তখন বাজারেতে, কিছু যায়নি বাদ,—
এক একদিন এক এক রকম নিতে হবে স্বাদ"।
উমেশের অঙ্গ জল, ভেবে কিছু না পায়,—
পুরাতন্ শাল্ জোড়াটি বাঁধা রাখ্‌তে যায় !

কেউ বা আসেন দুপুর রাতে,—হাঁকাহাঁকির ধুম,
পাড়া পোড়্সী জ্বালাতন,—ভেঙে যায় ঘুম।
এণ্ডা বাচ্চা শালী শালাজ্,—গাড়ীর পাদান্ ঠাশা,—
একটা রাতে খুঁজে বেড়ান—উমেশের বাসা।
উমেশের আপিস-বন্ধুর, নিয়ে এক চিটি—
উদ্ধারিতে উমেশেরে,—এসেচেন ইটি!
বলেন্—"এই পত্র আছে—দেছেন রমেশ নাগ,"
উমেশ বলে—"নেবে আসুন্—পত্র এখন থাক"।
উমেশের দুরবস্থা—সবার নজর পড়ে,
কিন্তু এতই অনুগ্রহ—কেউ তবু না নড়ে!
ভাবে তারা, আজো বুঝি তেম্নি আছে ঠাট্—
টাকা কড়ি লোক লস্কর—মজলিস্ জমাট,
আজো বুঝি বৈঠকেতে—"জুয়েল্ল্যাম্প" জ্বলে,—
চা লিমন্ বরফের, ফাই ফরমাজ চলে!
কি বুঝে যে ভাবেন এটা, পাই না খুঁজে কারণ,
যিনিই আসেন তাঁরই দেখি—একই ধরণ ধারণ।
ভাবুন্ বুঝুন্ ক্ষতি নাই,—ভদ্রতাটা থাকে—
আসবার আগে জানান যদি পত্র লিখে তাকে—
"আসচেন কবে, কোন্ ট্রেণে, ক'জনই-বা তাঁরা,"
তবু কতক আসান পায়, উমেশ বেচারা।

ভদ্রতর' হয়—আগে পত্র ব্যবহারে—
সুবিধা কি অসুবিধা জিজ্ঞাসিলে তাঁরে;
পরে,—পত্রোত্তর মত' করেন যদি যাত্রা—
ভদ্রতম' হয়,—বাড়ে আনন্দের মাত্রা।
ভদ্রলোক সাধ্যমত করেই একটা ব্যবস্থা,
তা হ'লে আর কোন' পক্ষের হয় না এমন অবস্থা।

"কন্‌সেসনে" কাশী।

যেই দেবে আশ্বিনে হাওয়া রেলের কন্‌সেসন্,
উপ্‌রি-আয়ের অনেক বাবুই বাংলাতে না রন্।
এমন্ বেগে নিত্য সবাই আসেন রাশি রাশি,
তিলেক বিলম্বে যেন—ডুবে যাবে কাশী!
"মহৎ" "পবিত্র" আদি চার আশ্রমই মজুৎ,—
সকাল সন্ধ্যা আবির্ভাব, যার যেথানে যুৎ।
তা ছাড়া মেয়ে-হোটেল্—তাও এখানে আছে,
চক্ষুষ্মানে খুঁজে নেয়—আনাচে কানাচে।
তার উপরে সান্নিপাৎ—হ'লে ছুটি ছাটা—
হালদারের হোটেলে তখন, দোলে পড়ে পাঁটা!
বাংলার আদালত্‌গুলো—বন্ধ হবে যেই—
চোদ্দআনা উকীল্ মোক্তার—বাংলাতে আর নেই!

ঘরের কড়ি লুটিয়ে তখন—কে যোগাবে "ফীজ্,"
কাজেই কাশীতে আসা—পেতে একটু "ঈজ্"।
যিনি যত' সম্বৎসরে—মুড়িয়েচেন্ মাথা,—
বিশ্বনাথের মাপ্ চেয়ে যান—খুলে খুলে খাতা।
বর্ষান্তে মড়ক্ ভয়ে,—এলে ম্যালেরিয়া,—
কেউবা সারাতে আসেন "ক্রণিক্ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া";
"ছেলেরা অসুস্থ তাই, বদ্‌লাতে জল্ হাওয়া"—
এই বোলে,—সরেচেন্ নিয়ে, এণ্ডা বাচ্চা বেওয়া!
অনেকেই শ্রীমান তাঁরা—বেশ্ আমদানী আছে,
দুর্গোৎসব কোর্‌তে লোকে—বোলে বসে পাছে!
বাপ্ পিতাম' কষ্ট ক'রে—কোরে গেছেন যা,
হাল শিক্ষায় প্রতিপন্ন—বাজে খরচ তা।
হ'তেই হবে এখন মোদের—খুব উন্নতিশীল,
তাই, তাস খেলি, পশ্চিমে বেড়াই—সুধি সেক্‌বার বিল্,
আরো উঁচু হ'তে হ'লে—সস্ত্রীক্ যাই "হিল্"!

গরজী মহাপ্রসাদ।

বাবুরা কাশীতে এসে, সর্ব্বাগ্রে সুধায়—
মাংসের সের কত ক'রে—কোথা পাওয়া যায়?

ওরি মধ্যে চক্ষুঠেরে—ধর্ম্ম রাখেন যিনি,
উঁচু গলায়—"মহাপ্রসাদ"—খোঁজ করেন তিনি!
মাইল্ খানেক দূরে অবস্থিত—দুর্গাবাড়ী,
সেথা নাকি পাঁঠা কাটে—দু-এক ঘর হাড়ি;
মা-দুর্গা আর যুপকাষ্টে—যে দূর সম্বন্ধ,
"বার্ড্ বাই লিমিটেসন্"—বোলে হয় সন্দ।
কাটুতি বুঝে কোপ্ হয়—পাঁঠার ওজন্ এঁচে,
খরিদ্দার্ জুটলে আবার, কোপ্ করে কেঁচে!
এ মহাপ্রসাদের অর্থ, খুঁজে নাহি পাই,
সুবিধাটা মন্দ নয়, তাতে সন্দ নাই।
ব্যবসা বাণিজ্য কৃষী, এতেই লক্ষ্মী যদি,—
এতেই আটকে থাকে যদি ভারত-উন্নতি,
তবে,—এ মহাপ্রসাদ অবশ্য মহান্,—
ব্যবসার বীজটা এতে আছে মূর্ত্তিমান্।

বাবুদের খাতির।

তর'-বেতর' সাজ্ সজ্জা, চেনা বড় কঠিন্—
কোন্ দেশ্ থেকে এলেন্,—সকোট্রা না কোচিন্?
কেউবা যেন' নবাব বংশ—মীরকাসিমের কেউ,—
এম্নি ভাবে চলেন্ আর—তুলে বেড়ান্ ঢেউ!

দোকানী পসারী সবে—বেজায় মেরে ঝিঁকি—
"আইয়ে বাবুজী" বোলে, জানায় বন্দিকি।
বাবুর মেজাজ্ তখন—আড়কাটায় ঠ্যাকে,
দুদিন পরেই জোয়ার্ মোরে—ভাঁটা পড়ে ট্যাঁকে।
যেই বাবু ফিরেচেন্ পেছন্, অম্নি হেসে বলে—
"চিনেনিছি বাংলা দেশের—বেওকুবের দলে"।
দেঁড়ে-মুষে নেয় যারা—মাথায় বুলিয়ে হাত,—
আড়ালে "সম্বন্ধী" ছাড়া—কয়না তারা বাত্।
আপোসে আলাপ্-কালে—মোদেরই প্রসঙ্গ,
পথে ঘাটে কোরে থাকে—ঠাট্টা আর রঙ্গ!
তারাই ভাবে সং আমাদের—যাদের ভরাই পেট্,
যেচে খোয়াই জাতের মান,—দেশের মাথা হেঁট।
দিন থাক্‌তে পূজার আগে—চোকায় সবাই চাকু,
ফিরতি বেলায় হেসে বলে—"ভ্যা করতো বাপু"!

বাজারে বসন্ত-পাখী।

ছুটিতে ছেড়েছে যারা, বাংলার নীড়,—
হাজারে হাজারে করে, বাজারেতে ভিড়।
কাঁচা-তেঁতুল্, শজ্‌নে খাড়া, ডেঙো আর ডুমুর,—
নিমেষে অদৃশ্য হয়—না সহে সবুর।

থোড় মোচা শাক্ কচু—যা কিছু জঞ্জাল্!
লুটে যেন' ল'য়ে যায়—ক্ষুধার্ত্ত কাঙ্গাল্!
মাছের বাজারে যাও—অপূর্ব্ব সে হাট্,
মেচো বলে "ছ' আনা সের্"—বাবু কয় আট্!
বড় শঙ্কা এত সস্তা, পাছে কেউ নেয়,—
দূরে থাক্ দর্—তারা-বেশী ফেলে দেয়!
ভিড়্ বাড়াতে দর চড়াতে, আছে আর এক জাত,—
বেকার মালগুজার গুষ্টী—আমলা থাকে সাথ;
পরের মুণ্ডে কাঁটাল ভোক্তা,—কাপ্তেন-বাবুর স্কন্ধী—
আর,—বেগড়া-ছেলে বড় লোকের,—নিষ্কর্ম্মা সম্বন্ধী।
কার' বা পয়সায় আছে—প্রজার রক্ত মাখা,
কাহারো বা মক্কেলের, মাথা মুড়োনো টাকা;
কেউ বা পরের ধনে—আমীর্ সেজেছে,
কেহ বা শ্বশুর-দত্ত—বিষয় পেয়েছে;
পড়েনি মাথার ঘাম্—রোজগারেতে কারো,
সাধু-শ্রমে আসেনি যা,—ফ্যালো যত পারো!
কিন্তু ভাই করিতেছ—বড় শক্ত পাপ,
দরিদ্র দুঃখীর শুধু—কুড়াইছ শাপ।
দিনান্তের শ্রমে তারা, দশ পয়সা পায়,—
তাহাতে সংসার পালে—পরে আর খায়।

তাদেরও স্ত্রী পুত্র আছে, তারাও মানব,
গাড়ি ঘোড়া গয়না নাই,—আর আছে সব,
ক্ষুধা আছে লজ্জা আছে—মর্ম্ম আছে তারো,
ভাই হ'য়ে কেন' তায়, অনাহারে মারো?
তারা যা প্রচুর পেতো—কড়ির দরেতে,
পয়সা ফেলে,—অংশ তার কেনো আদরেতে!
কোথায় উপায় তুমি, করিবে তাদের,—
না হ'য়ে,—হরিছ অন্ন, নিরন্ন দীনের!
ধর্ম্মক্ষেত্রে এই কর্ম্ম, তোমাদেরই সাজে,
কলঙ্কে ভারতে আর, ডুবায়োনা লাজে।
মধুপুর ওয়াল্‌টেয়ার, আছে দেওঘর,—
দার্জিলিং দেরাদুন্, শিমলা শিখর,—
তোমাদের তরে সবই, রয়েছে ত' ভাই,
এটা শুধু তীর্থবাসী—গরীবের ঠাঁই,
বৃদ্ধ আর বিধবার—শেষ আশা-স্থল্,
ঐশ্বর্য্য-আঘাতে তাহা—কোরো না অচল।
পাঁচ সাত টাকা,—কারো, ভিক্ষাই ভরসা,
কামনা মরণ শুধু, মুক্তিই লালসা।
এ পবিত্র ধামে আর, এ উদাস হৃদে—
অনাটন্-শেল্ আর দিওনাক' বিঁধে।

মোদের পুণ্য,—কথার কথা বসন্তের পাখী,—
যে কদিন্ লাগে ভালো, আরাম কোরে থাকি;
জমী কিনি বাড়ী করি—বিষয় আশয় বোধে,
তিলমাত্র নহে তাহা, ধর্ম্ম উপরোধে।
তার সঙ্গে গঙ্গা স্নান—বিশ্বনাথ দেখা—
হোলো ভালই, হ'তেই হবে—নাইক' এমন লেখা!
কাশীবাসীর অনুরাগ আর—নিষ্ঠা ভক্তি যা,—
মনকে চোখ্ ঠার্লে কি ভাই—পেতে পারি তা?
দর-বাড়িয়ে গরীব মেরে, নাইকো বাহাদুরী,
নির্দ্দোষ নির্ধনের শুধু, গলায় দেওয়া ছুরি।
কোর্লে কাশী বাবুয়ানার, বিলাস্ ভবন,—
তীর্থবাসীদের হবে জীয়ন্তে মরণ।

বঙ্গনারীর বাহাদুরী।

ভারতের সকল জাতই, কাশীধামে আসে,—
সবাই কিন্তু হার্ মেনেছে, বাঙ্গালীর পাশে;
সকল-তাতেই দেখতে পাই, এঁদের বাড়াবাড়ি,—
সবার কাছে জয়পতাকা, নিয়েছেন কাড়ি।
চা, চপ্, চাট্ থেকে—কোরে এসো সুরু,—
মকার বকার ফোঁটা জটা, সব বিষয়েই গুরু!

মেয়েদেরও বাড়াবাড়ি, চোড়েছে সপ্তমে,—
বাসায় তাদের মন্ বসেনা, পথেতেই ভ্রমে !
রাস্তাই হ'য়েছে তাদের, সখের বৈঠকখানা,—
দল্ বেঁধে সব—ঢেউ তুলে যায়—মেলে সিল্কের ডানা !
পান চিবিয়ে অট্টহাসি, গোশ্ গল্প পথে,
ভদ্রেরা সব পাশ কাটিয়ে—সরেন্ কোন' মতে।
সেলাই-সর্ব্বস্ব আর, জমী-শূন্য জ্যাকেট্,—
হাইকলার্ ঘুরে হার্—ঝুল্‌চে তায় লকেট্,—
দুধারেতে হাতা দুটো—হাতির কানের মত'—
লট্ পট্ কোরে শুধু—দুল্‌চে ক্রমাগত।
নাদীরশা বেড়ান যেন, দিল্লীর রাজপথে,—
বিজয়-গৌরব তাঁর—ঘোষিয়ে জগতে।
কিম্বা যেন' কনুই থেকে, বাদুড় দুটো ঝোলে,
প্রমীলার মত' বেশে---বেড়ান সব চ'লে।
কবির আশা—"না জাগিলে ভারত ললনা",—
আজো কি অপূর্ণ আছে ?—তোম্‌রাই বল'না ?

যে দেশে এসেছ' ছাখ'—তাদের মহিলারা—
কি বেশে বাহির হয়,--কি তাদের ধারা।

বেহায়ার মত' সব পথে ঘাটে ফিরে—
পরিহাসের পাত্র হেথা—কোর্‌লে বাঙ্গালীরে।

বৌ-ঝিদের সখের বাজার।

পোড়া বাঙ্গলায় যত মিহি—তত তার খ্যাতি,
কাপড়ে ক্রমে উলঙ্গ—হ'য়েছে এ জাতি!
ভাগ্যে হয়েছিল দেশে, সেমিজের চাল্—
রক্ষাটা হয়েছে তায়—কতক জঞ্জাল্।
ঘোম্‌টা হীন, "পিন্"-পেয়ারী—আল্‌তা পরা পায়,—
হাল্ ফ্যাশানে বগল্‌বেড়ে সিল্কের চাদর গায়,—
অলঙ্কারের-আড়ং যেন,—চলেন ঘরের ঝি,
পশ্চাতে রন্ পাকের মত—সঙ্গী কর্ত্তাটি।
কর্ত্তারা দুদিকে যেন'—মোটার গাড়ির চাকা,—
সাড়া শব্দ সবই তাঁদের—গাড়ির শব্দে ঢাকা!
পাথর-বাঁধানো গলি, আছে বুক্ পেতে,—
তানাত' পাতালে যেত'—লাথি খেতে খেতে।
কাঠের খেল্‌না চুড়ির দোকান—বাসনের বাজার—
দেখ্‌লেই দাঁড়াতে হবে,—বেচারারা নাচার।
জার্ম্মান্ সিল্‌ভারের বাসন, নিকটস্থ হ'লে—
কর্ত্তা স্মরেণ—"বিশ্বনাথ শূন্য হোলো থ'লে"!

তিন-পুরুষের ফর্দ্দ—মায় মাস্‌তুত' মা'র মাসী,—
তাঁরো তরে চাই একখানা, জার্ম্মান্‌ চাঁদীর কাঁসী!
সিগারেট্‌ মুখে কর্ত্তা, ভাবেন মনে মনে—
"ঝক্‌মারির মাশুল্‌ আজ, দিতে হবে গণে"।

অপক্ক বৌ-ঝিরা সব, সাজেন্‌ ছাড়া পাখী,
চোখ্‌-বুজে কর্ত্তারা ফেরেন—মান সম্ভ্রম ঢাকি।

বিশ্বনাথের আরতি দর্শনার্থিনী বঙ্গ-অবলা।

আট্‌টা রাতে বিশ্বনাথের---হয় যখন আরতি,
দেখ্‌বেন সেথা বেশীর ভাগই, বাঙ্গালী যুবতি!
অন্য রমণীরা আছেন---নাইক' এতো আটা,
নাইক' এমন ধর্ম্মে মতি---এতটা বুকের পাটা।
আদ্‌মাইল্‌ গলির পথ, বৌঝির দল মেলে,—
সঙ্গে কারো ছোট ভাই---ন'বছরের ছেলে,
কিম্বা তাঁদের বাসাউলী---বিখ্যাত আদ্‌-বুড়ি,—
অথবা সে-পাড়ার কোন' নাম্‌জাদা এক খুড়ি,---
চলেছে সব সৌখিন্‌ ভাবে, বেশ বিন্যাস সারি,—
পোদ্দারের দোকান্‌ যেন'—অলঙ্কারে ভারি!

পুরুষের ভিড়ে যখন, রাস্তা সরগরম্,—
ঠাশা ঠাশি ঘেঁশাঘেঁশি,—সম্ভ্রম সরম—
বিসর্জ্জিয়া চলে যেন—স্বাধীন জানানা,—
আশায় বুক্ দশ হাত হয়, দেখে ব্যাপারখানা!
এত' নিষ্ঠা এমন শ্রদ্ধা! এইত' হিন্দু ধর্ম্ম,
এ আরতি দেখা নয়, যার তার কর্ম্ম!
বাঙ্গালীর বৌঝি ব'লেই—পারচে এরা সেটা,
এই তো এত' জাত রয়েছে—পারুক্ দেখি কেটা!
ব্রাহ্ম বা আর্য্যসমাজী, কিম্বা হ'লে খৃষ্টান্—
ছিলনাক' কোন' কথা,—জানেন তাঁরা সম্মান্—
কি ক'রে বাঁচাতে হয়,—রাখেনও ক্ষমতা,
পর্দ্দানসীন্ হ'য়ে একি, সখের বর্ব্বরতা!

যোগী থেকে বেঁচো।

শুন্‌তে পাই চাল্লিসের পর, চুল্‌টা কাটেন্ খাটো,—
রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন—কথাটা কন্ যাটো;—
উপদেশটা দেন শুধু,—ললনা তা কানে,—
মুখে মুখে শ্লোক আউড়ে, শুনান গীতার মানে;—
রুদ্রজামল্ পাতঞ্জল্—সবই জানা আছে!—
হঠযোগের আসন দেখান, যুবতিদের কাছে;—

মাছ মাংস বেরাল তরে, কিনে নে যান নিত্য,—
ভৈরবেতে সদাই নাকি, ভ্রমে এঁদের চিত্ত;—
পরিধানে দেখ্‌তে পাবেন—গেরুয়া কিম্বা মট্‌কা,
আচ্ছাদন নামবলী,—সেই থানেই খট্‌কা!
অনেকেই বাড়ী রাখেন—নিজের কিম্বা ভাড়ার,
এমন চালে চলেন, ঠিক্ কর্ত্রী যেন' পাড়ার ;
মুফ্‌লিস্ যুবা কি প্রৌঢ়—তাঁদের খোঁজ করে,
যাত্রীদেরও সমাদরে, তোলেন নিজের ঘরে ;
সাবধান,—কভু এদের মিষ্ট কথায় ভুলে—
নিশ্চিন্তে বৌঝি রেখে, বিশ্বাসের দ্বার খুলে—
গায়ে ফুঁদে বে-পরোয়া—যাবেন নাক' দূরে,—
বিশেষ রবেন খবরদার্—সন্ধ্যা কি দুপুরে।
নানা রকম বিপদ্ আপদ্—শুনতে পাই ঘটে,
একেবারে মিথ্যা নয়, যে কথাটা রটে।
বড় বড় ওস্তাদের—কান্ কেটে দেয় এরা,
ক্ষতি,—কি অপযশ নিয়ে, হয় শেষ ফেরা।
অবশ্য—নয় সকল ক্ষেতের, এক রকমই চাষ,
ভাল' ক'রে, তত্ত্ব নিয়ে—ক'রবেন বিশ্বাস।
কেহ কেহ আছেন যাঁরা, মায়ের মতই ঠিক,—
সাহায্য যত্ন আদর সেথায় আন্তরিক।

মন্দটার সংখ্যাধিক্য—কোথাই বা নয়,
হেথায় কিছু বাড়াবাড়ি, বোল্‌তে তাই হয়।

জুতো চাই।

বড় দুখ্‌খু রইল' মনে—মোরে গেল' সব্ "রিফর্ম্মার",
চিরদিনই কেঁদে গেল'—হ'ল না ভারত উদ্ধার।
অনেকেরই দুখ্‌খু ছিল'—"বেড়ায় না কেউ ঘোম্‌টা খুলে,"
ঘোম্‌টা হেথা অতীত্ কথা,—রাস্তায় এরা কুযোয় চুলে!
আহারান্তে দুপুর্-বেলা—এ ওর্ বাড়ী খেল্‌তে তাস্—
পথের মাঝে এলোচুলে—যাত্রা এদের বারোমাস।
মা আমাদের চিরকাল্‌টা—গায়'দে মোলেন্ মোটা চাদর,
শাল্-দোশালা দিইনি তাঁরে—এম্‌নি তখন্ ছিলুম্ বাঁদর;
ভাগ্যে এখন্ মানুষ্ হ'য়ে—পরিবারকে দিছি সেটা,—
ভবিষ্যতে লজ্জাটা আর—পাবে নাক' মোদের বেটা!
জুতোটা পরালে আরও—হয় একটা উপকার,—
পথে ঘাটে পূজার ফুল্‌টা—ঠ্যাকে না চরণে আর!

কাশীর-কিঞ্চিৎ।
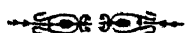
দফা—রফা।

উপাধি না ব্যাধি ?

উপাধিটা সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা হেথা অতি,
অনেকেই শিরোমণি, বহুৎ বাচস্পতি,
কেউ বা হেথা কবিরত্ন, কেহ সাংখ্যভূষণ,
ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যারত্ন—তর্ক-পঞ্চানন ;
চূড়ামণি কেহ শাস্ত্রী, কেউ বেদান্তবাগীশ,
অনেকেরই নামের ওটা, চটক্‌দার্ পালিস্।
এইরূপ খেতাবের, নাহিক অবধি,
"রতনের" ছড়াছড়ি—বিপুল জলধি।
কার্ দত্ত উপাধি যে—পাইনাক' খুঁজি,
অনেকেরই চাণক্য-শ্লোক—স্তবমালা পুঁজি !
মস্তুটো যাঁর দেখা আছে, কে পায় তাঁর নাগাল্,
উঁচু গাছে জড়িয়ে উঠে—ঝোলেন্ যেন মাকাল্।

তার উপরে ক্রিয়াকাণ্ড—কতক জানেন যিনি,—
অস্থানে অনুস্বার দিয়ে—বাহবা ল্যান্ তিনি।
ইহাতেই "স্মৃতিরত্ন" বলেন তিনি নিজে,
শোলা হয় কি রসগোল্লা—চিনির জলে ভিজে?
ঘুঁতিয়ে টোল্ ভেঙে কেউ—বেরিয়েছে রাস্তায়,—
বিধান্ দিতে পরিপক্ক, সর্ব্ব অবস্থায়।
জুতো মোজা র‍্যাপার কোট—সবই ওঠে অঙ্গে,
একালের নিন্দা কিন্তু—আছে তার সঙ্গে।
পণ্ডিত হলে রসিক হয়—সেটা বেশ জানেন,—
বে-তালেও "রসরাজের"—শ্লোকগুলো ঝাড়েন্।

মাইকেল্ নামেতে এক সম্ভ্রান্ত সুজনে—
জিজ্ঞাসে নামের অর্থ—জনৈক ব্রাহ্মণে।
ভদ্র বলে—"কিছু নয়, ওটা টাইটেল্,—
"কুন্তলীন্" ব'ল্লেই যেমন—বুঝতে হয় তেল।
"মাইকেল্" শুনিলে বুঝো—"মধুসূদন দত্ত"।
"আকাশ" ব'ল্লে বোঝায় যেমন—মস্ত একটা গর্ত্ত"।
বিপ্র বলে—"না বুঝিনু এ বিচিত্র খেল্,
"মাইকেল্"ও বুঝিনু যত'— ততই টাইটেল্"!

আমিও বুঝিতে নারি—না পোড়ে কেতাব
কেমনে মিলেছে এত'—দুচোকো খেতাব!
সন্দ হয়,—এইগুলো উপাধি কি ব্যাধি,
অ-কৃত্রিম্ মৃগনাভী, কিম্বা ইঁদুর-নাদি।
যথার্থ পণ্ডিত যাঁরা,—থাকেন নীরবে,
কাশীতে কৈবল্য চিন্তা করেন তাঁরা সবে।
তাঁদের তরেই বিশ্বমান্য—বিদ্যা-কেন্দ্র কাশী,
দেশ দেশান্তরের লোক্—মাথা নোয়ায় আসি।

"বাড়ী" বিসর্জ্জন।

গয়ার "দিল্লু",—বঙ্গে যেমন্ এলেই হয় "দিল্‌সিং",
ভুলুর "বাড়ী"—ভোলানাথ হ'লেই হয় "বিল্‌ডিং",
পণ্ডিতদের মুখে ঢুক্‌লেই—"হাওয়া" হয় যেমন"পবন",
কোর্টের্ গন্ধ থাক্‌লেই যেমন—"নোটিস্‌টা" হয় "সমন্",
কাশীতে ইট্ গাড়্‌লেই তেম্‌নি,—বোদ্‌লে গিয়ে নাম্
কেউ"আশ্রম্" কেউ বা "ভবন্"—কেউ হয়ে যায় "ধাম"!
কেউবা"নিবাস্"কেউ"নিকেতন", হ'য়ে পড়ে কেউ"কুটির্"
এদ্দিন্ পরে বাড়ীগুলোর—পালা প'ড়েছে ছুটির।
বাঁকুড়ো জেলার যাত্রীরা ত'—রাখেনা এ খবর্,
পাথরের্-গায় লেখা দেখে জিজ্ঞাসে—"কার্ কবর্"?

ধর্ম্মরক্ষা ও সমাজসংস্কার।

ধর্ম্ম আর সমাজরক্ষার—সহস্র প্রস্তাব,
বহুৎ মন্তব্য দেখি,—নাহিক' অভাব।
কণ্ঠে আর কাগজেতে, দেখ্‌তে তাদের পাই,
কেবল মাত্র কার্য্যক্ষেত্রে—সাক্ষাৎটা নাই।
আছে বটে কতক্‌গুলা—কচু আর ওল্,
আচারে প্রবেশ পেয়ে—বাধিয়ে দেছে গোল।
কে কোথা বিদায় নেছে—চেপে ধর' তাকে,
অমুকের পুত্র কেন'—টিকি নাহি রাখে?
কে কার ব্যবস্থা দেছে—রাখো তাঁরে ঠেলে,
সে দিন অমুক্ কেন'—হাঁসের ডিম্ খেলে?
কোন্ ব্রাহ্মণ ভুলে গেছে—পৈতে দিতে কানে,
সপ্তরথী মিলে তায়—বোধ্‌তে হবে প্রাণে!
এই সব অশ্বডিম্ব,—ল'য়ে দিন রাত—
টিকি নেড়ে ঝাড়েন শুধু—বকেয়া সব বাত্।
মাছি কেবল ব্রণ খোঁজে—মধুকরে মধু,
স্বভাব দোষে, শ্রীক্ষেত্রেও ছ্যাথে কেউ কদু!
ভাবেন তাঁরা এই উপায়ে—আনুবেন সত্যযুগ,
যত আছে মাস্‌কড়াই—হবে সোনামুগ্।

নিছাক্ সেকালের কথা—একালেতে ছাপি,—
আচারের প্রভেদগুলো—প্রাচীন মাপে মাপি,
পাছু হ'টে ফিরে আবার—যেতে মনুর বাড়ী,
কোপ্‌নি প'রে হাত্‌ড়াতে—সেই, পরাশরের হাঁড়ি;
আসল ধর্ম্ম চাপা দিয়ে, আচার নিয়ে থেকে—
শ্লোক তুলে যতই কেন'—মরিনাক' হেঁকে,
মনে মুখে লুকোচুরী—কার্য্যে ধরা পড়ে,
কাল-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে—মন্‌টা আগে নড়ে।
গভীর সমস্যাগুলো, ঐ ছাঁচেতে ফেলে—
ঠাট্টা বা টিট্‌কিরির্ ভাষায়—হাজার্ লিখে গেলে,
হ'তে পারে তায় চরিতার্থ—লেখার কণ্ডুয়ন্,
দু'দশ কথা ব'লে নেবার—আনন্দ পোষণ,—
কিন্তু তাতে নদীর স্রোতে—ফিরিয়ে বিপরীতে,
কথার জোরে হিমালয়ের—শিরে তুলে দিতে,—
হয় হোক্ সম্ভব তা—পণ্ডিতদের ঠাঁই,
আমার মত মূর্খের তা—বোঝ্‌বার যো নাই।

শিব-বিবাহ।

গন্ধর্ব্বাদি বিবাহটা—মনু খুঁজলে পাই,
"শিব-বিবাহ" বোলে সংজ্ঞা—কোন' শাস্ত্রে নাই।

শিবের রাজ্যে সৃষ্টিছাড়া—হওয়াটা চাই সব,
"শিব-বিবাহ" প্রথারও তাই, হয়েছে উদ্ভব!
মনু থাক্‌লে অভিমানে—ডুবতেন্ গঙ্গা-জলে,
ফাঁকের ঘরে, অনেক প্রথাই যাচ্চে সটান্ চ'লে।
কুল্ শীল্ করণ্ কারণ—ঘর দেখা নাই এতে,—
ঘটকের কুলুজী নাই—না মন্ত্র না পৈতে!
না আছে তায় জাতি বিচার—বিধবা সধবা—
কুমারী স-পুত্রা কিম্বা—কোন্ বংশোদ্ভবা।
"নিকে" কিম্বা "ম্যারেজ্" চেয়েও, দেখ্‌ছি এটা সোজা,
সুবিধাটাও ততোধিক্,—নাইক' কোন' বোঝা।
ঘর কিম্বা দালান্ উঠোন্—চাইনা কোন' স্থান্,
কন্যা কি বরকর্ত্তা নাই—নাইক' সম্প্রদান!
শিবের মাথায় হাত দিয়ে—এই রাজিনামা হয়,
মন্দিরের ছালগুলো সব—সাক্ষী তার রয়!
কোনো এক মন্দিরে ঢুকে, প্রেমিক প্রেমিকা—
মঞ্জুরটা কোরে ফ্যালেন্—সখের এই ঠিকা।
"সুতহিবুক্" যোগাদির—নাইক' পাঁজির ফ্যাসাদ্,
পুরো মাত্রায় নয়ও এটা—প্রেমের পীড়ার ব্যাসাৎ;
এভাবে ওয়ে অভিভাবক,—আর দোনোই ভাবে মনে—
"ভাব্‌চো যা তা নয় কালাচাঁদ",—এই ভাবই দুজনে!

পত্নীর চেয়ে পয়সার দিকেই—বরের বেশী নজর,
পস্তান্ শেষ শিব-পত্নী—না ফির্‌তে বছর।
সত্য-প্রেম যে কোথাও নাই—কে বোল্‌তে পারে,
শর্ম্মা ওতে চিরমূর্খ,—বিধাতাও হারে।

ফুট্‌পাথের মর্ম্ম কথা।

কিছু দিন পূর্ব্বে হায়! ভাবিত' ফুটপাথ্—
উৎপাতের মধ্যে সহ্য—নর-পদাঘাত;
চিৎপাৎ হইয়া পড়ি—ভাবে সে এখন—
বেঞ্চি টুল্ টেবিল্ চেয়ার্—সবারই চরণ,
বৈকালী-বৈঠকে তার, বুকে চেপে বসে,—
বাবুরা তায় সওয়ার হ'য়ে—পদ্মস্থ কেবল ঘসে!
আয়েস্ পান্ ত' বসুন্ বাবু—তাতেও ক্ষতি নাই,
যে-সব কথা কন বসি সব—আঁক্‌ড়ে যদি পাই।
দেশের বুকে কি যে ব্যথা—কত' আঁখি ঝরে,
স্মরি আমার মাটির বুক—ফাটি ফাটি করে;
কিন্তু এঁদের হাসি ঠাট্টা—লম্বা চওড়া কথা—
পান স্ফূর্ত্তি সিগার্ সনে, জাগায় শুধু ব্যথা।
কেউ বোধহয়, এই সে দিন—ছেড়েছেন্ ভ্রূণ,
আজ দেখি তাঁর পথে বসি—"চপ্" চিবোবার ধুম্!

এটাও যেন' বাহাদুরী—মস্ত একটা কাজ,
বঙ্গমাতার মাথায় এঁরাই—পরিয়ে দেবেন তাজ।
কাশীতে প্রকাশ্য পথে, এ সব বাহাদুরী—
বাঙ্গালী আর বাংলার কি বাড়াবে মাধুরী?
নিজে মাটি,—ধর্ম্ম আমার—মাটির খবর রাখি,
মানুষ কিন্তু শুনূচে নাক'—ভাই মোর্‌চে ডাকি!
বাংলায় দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট*—লক্ষ নর নারী,
তোমারি সব ভাই বোন—অন্নের ভিখারী;
কত' মা বাপ ছেলে মেয়ে, ভীষণ অন্নাভাবে—
ধড়্‌ফড়িয়ে যাচ্চে মোরে,—আরো কত' যাবে!
তুমি হেথা ফুর্ত্তি ক'রে—এসেছ বেড়াতে,
মুখ বোদ্‌লে একঘেয়েমী—কতকটা এড়াতে।
আজ যদি কৃপা ক'রে—সে সব দিকে যেতে,—
পুজোর ফুর্ত্তির এই টাকাটা—ভাগ কোরে সব খেতে,
বেশী নয়—রেল ভাড়াটার—অর্দ্ধেকটাও দিলে—
দশ হাজারও বাঁচতো, যারা মোর্‌চে তিলে তিলে।
আজকাল দেখি ছেলেছোকরাই কাশী আসেন বেশী,
আর আসেন উকীল মোক্তার—প্রকৃত স্বদেশী!

---

* ১৩২২ সালের পূর্ব্ববঙ্গ, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের দুর্ভিক্ষ।

দেখ্‌লে কিন্তু বাবুদের, হাওয়া খাবার বাই,—
কে বোল্‌বে অন্নাভাবে, দেশে মোর্‌চে ভাই ?
কাশীর মাছ মাংস দুধ—রাবড়ী আর মালাই—
রাখেনি কি বাঙ্গালীর—দয়া ধর্ম্মের বালাই ?
দু'চার মুটো মোটা ভাত—যা হয় একটা ডাল,
এ টুকুও ত্যাগের আজও—আসে নি কি কাল্‌ ?
এই সব দেখে কেবল—অন্নপূর্ণা হাসেন,—
নিভৃতে নীরবে কিন্তু—চোখের জলে ভাসেন।
একটা বছর নাইবা এলেন্‌—বাঁচান গিয়ে ভায়ে,
সেই খানেই নিয়ে যান—অন্নপূর্ণা মায়ে;
অন্নকূট অন্নমেরু—করুন গিয়ে সেথা,
আপনি ছুটে যাবেন মাতা—ছেলে ডাক্‌বে যেথা।
দেখ্‌বেন তায় কত' তৃপ্তি—টাকার সার্থকতা,
স্বদেশীর চরম সিদ্ধি—পরম সফলতা।

খড়রাও বায় দিয়ে—বলেছেন দেখি,—
কেহ বা বিশিষ্ট কেহ—ঢেঁকি কিম্বা মেকি।
"গুড়ের সের পাঁচ আনা—গ্যালো এবার দেশটা,
বেশ কোরে টিকে দিয়ে—তামাক্‌ দেতো কেষ্টা"।

"চার আনা পালমের সের—শুনেছ' কি বে'ই ?
বাজারে আর আমাদের—ঢোক্‌বার যো নেই"।
"আমরাই দেখেচি ভাই—টাকায় এক মণ্‌ চাল,
কোথায়ই বা গ্যালো সে দিন,—হায় রে সে-কাল্‌" !
এই সব কথা—আর জোটে-বুড়ির ল্যাজ্‌—
কে কতটা ছিঁড়েছেন,—জি-পি-নোটের ব্যাজ্‌
আজকাল কত' কোরে ? প্রভৃতি প্রভৃতি
সন্ধ্যা ছ'টা থেকে ন'টা,—পরেতে নিষ্কৃতি !
বহু ভাগ্যে ঘটে ভালে কাশীক্ষেত্রে আসা,
সর্ব্বপাপহন্ত্রী গঙ্গা—সর্ব্ব তাপনাশা,
এ বয়েসে নিষ্ঠা সহ, সেখানে একবার
সন্ধ্যাকালে বোস্‌লে পান আনন্দ অপার ;
সময়টা কাটাবার তরে—এই কথা-বাজী
আরো কি ভাল' দেখায়—এ বয়সে আজি ?
দুটো কথা একটু হাসি, গুড়ুক্‌ দু-এক কোল্‌কে,
এরি মোহে এখনও কি—প্রাণটা ওঠে চোল্‌কে ?
আমার তাতে নাইক' ক্ষতি—পা'র্‌ ধুলো ত' পাই,
বুক্‌টা পেতে পোড়ে থাকি,—ধর্ম্ম আমার তাই।

মোণ্ডা-খেগো কাশীবাসী।

সন্দেশাদি মিষ্টান্নের দোকানের সারি
বাঙ্গালীটোলার পথ—শোভিছে দু'ধারি।
তিরিশ খানার কম নয়,—বিশ মণ মাল,—
কাটে নিত্য নিয়মিত,—সন্ধ্যা কি সকাল।
কাশীবাসী কৃপা করি—চোয়ালেতে চূর্ণ—
করি তায়,—করেন্ তাঁর বৃকোদর পূর্ণ!
ক্ষীরমোহন চম্-চম্ রসগোল্লা আর,
রাবড়ী প্রভৃতি হয় সাত্ত্বিক আহার;
কাজেই—এ ধর্ম্মক্ষেত্রে—প্রাচুর্য্য তার চাই,
তানাত' চ'লেই যেত'—চানাটা চিবাই!
কি বহরের "বাসী" আছেন—কি রূপ তাঁদের ওজ'ন্,
বুদ্ধিমানে বুঝে নিন্—দেখে এই ভোজন।
অনেক বিধবায়—রাতে তিন পো মাত্র খান,
এইরূপ একাহারে—জীবনটা কাটান্।
"কি কঠোর"! ভেবে—পেটে হাত্ পা যায় সেঁদিয়ে,
লোভে পত্নী ত্বরা না দেন—ধরা থেকে মোয় খেদিয়ে!
যাঁরা আছেন বড় লোকের—বড়-পায়ার গুরু,
তাঁদের বরাদ্দ'গুলো—সের থেকে সুরু;

সম্বন্ধী কি ম্যানেজার—ষ্টেটের চার্য্যে থাকেন,
তাঁরাও রীতিমত—এই সাত্ত্বিকতা রাখেন;
বাকি খান—যাঁরা সব পরের মুণ্ডেই সারেন,
অবশিষ্ট যেটা—সেটা বাবুরাই মারেন।
এইরূপ কষ্টে হয়—সাত্ত্বিকতা রক্ষা,
কেউ খায় ম্যাওয়া ফল্—বেদানা মনক্কা।
সন্দেশের বিজ্ঞাপন্ও—বিলি হয় হেথা,
ক'লকেতার ভীমনাগও—জানেনা সে কেতা।

কাশীতে শিব-প্রতিষ্ঠা।

কাশীতে শিব-প্রতিষ্ঠা—অনেক ভাগ্যে ঘটে,
মহাপুণ্য কীর্ত্তি ইহা—কাশীখণ্ডে রটে।
মহা মহা পুণ্যবান—পুণ্যবতী আর—
মর্ত্তধামে ঐশ্বর্য্যের—যাঁরা অবতার;
তা ছাড়া অতীতের কত'—সাধু মহাজন,
এই মহা কীর্ত্তিস্তম্ভ—করিয়ে স্থাপন,
অর্চ্চনার সুব্যবস্থা—ক'রেছেন সবে,
নির্ব্বিঘ্নে তা বর্ত্তমান—আছে সগৌরবে।
প্রাতে পূজা, সায়াহ্নেতে—শঙ্খ ঘণ্টারতি,
ধূপ্ দীপ্ সর্জ্জরসে—শান্তিপ্রদ অতি।

দেখে শুনে—রামা শামা পাঁচী পুঁটি, চেগে—
দু-চোখো শিব প্রতিষ্ঠা—কোরেছে সবেগে !
ভাড়ার আশায় বাড়ী কোরে,—কষ্টে সৃষ্টে অতি,
একফুট্ স্থান শিবকে দিয়ে,—বাড়িয়েছে দুর্গতি।
ভাড়া আদায়, কাশীবাস, শিব-মন্দির দান,—
এক ঢিলেতে তিন পাখীই—মারেন বুদ্ধিমান !
বাড়ীর ডাইনে শিবের কোটর্—লাগানো তায় চাবি,
অন্ধকূপে দিন রাত্তির—খাচ্চেন্ তিনি খাবি।
মাকর্শা উইচিংড়ে মশা—ইঁদুর, তাঁর সাথী,
দিনান্তে চকিতের ন্যায়—দেখেন্ কেহ বাতি।
এটা—যাঁর বহু ভাগ্য, তাঁরই ব'ল্‌চি কথা,
দিনে দুটো চাল জল, এই সাধারণ প্রথা।
বহু আছেন পান্‌না যাঁরা—পূজারীর বার্,
পক্ষান্তে বা হপ্তায় কেহ—খোলে একবার দ্বার।
মাসিক কারো এক টাকা—কার' আট আনা বরাদ্দ,
তারির মধ্যে মাইনে আর—মহাদেবের খাদ্ধ !
কাজেই এই আদ্য শ্রাদ্ধ—এই ভাবেই চলে,
জানিনা উভয়ের ফল্—কার্ কতটা ফলে।
পক্ষান্তরে পাইখানাটা—বামদিকেতেই শোভে,—
সেটার আছে ম্যারামৎ—মেথরাণী রোজ্ ধোবে।

সিঁড়ির নীচের ফাঁক্‌টাই প্রায়—শিব দিয়ে হয় ভরাট্‌,
কাঠ কয়লা ঘুঁটেও থাকে,—শিবের যেমন্‌ বরাত!
অষ্টপ্রহর পায়ের শব্দ—জুতোর মশমশানি—
মাথার উপর চলে নিত্য,—নিম্নে শূলপাণি!
কর্ত্তার এটা স্থরতি-খেলা—এক টাকা নয় যাবে,—
ভাগ্যে যদি লেগে যায়—লক্ষ টাকা পাবে।
দেবতাদের সঙ্গে এই—নিষ্ঠুর বিদ্রূপ—
সশঙ্ক হৃদয়ে দেখে,—কোর্‌তে হয় চুপ।
বিলাসে বিষয়ে ডুবে—মালিক্‌ থাকেন দেশে,
শিবের দুর্গতি কেহ—গ্যাখে নাক' এসে।
ভক্তে যেন' ভবিষ্যতে, সুব্যবস্থা করি—
প্রতিষ্ঠা করেন শিব—এ সকল স্মরি।

খালাস্‌-পাওয়া ডাক্তার।

চুল্‌ পাকিয়ে খালাস্‌ পেয়ে—অনেক ডাক্তার আসি,—
পুঁজি আর পেন্‌সন্‌ নিয়ে,—বাস করেন কাশী।
সত্ত্ব কত্ত্ব থাক্‌তে কভু—ছাড়ে নাক' কেহ,
রক্তটা জল কোরে দিয়ে—ভেঙে পোড়্‌লে দেহ,—
ওপার্‌ থেকে "ফাষ্ট্‌ বেল্‌"—দিচ্চে যখন শমন,—
কর্ম্ম থেকে প্রায়ই দেখি—রেহাইটা দেয় তখন।

তবু হেথা পোষাক এঁটে—গলায় দিয়ে "কলার্" !
কেঁচে আবার পূজেন্ যদি—"অল্-মায়িটী ডলার্" !
প্রবীনে নবীন সেজে—"প্যাণ্টে" দিয়ে তালি—
আবার তোলেন "সাইন্ বোর্ড্"—মাখিয়ে চুণ্ কালি—
কেমন্ কেমন্ দেখায়,—বরং খালাস্ ক'জন জুটে—
খুল্‌লে একটা "গ্রাটিস্ হল্",—গরীব, অনাথ, মুটে,
সাহায্যটা পায় সেখানে—যতটা সম্ভব ;
সার্থকও হয় কাশীবাস,—সকলে গৌরব—
সহস্র মুখেতে ঘোষে;—এবং এ আদর্শ—
ভবিষ্যতে অন্যেদেরও—করেই-করে স্পর্শ।
কৃপা কোরে ক'জন্ মিলে—হন যদি অগ্রণী,—
ক্রমে সাহায্যও করেন—হৃদয়বান্ ধনী।

স্যাকরার দোকান।

চাল্‌ডালের দোকান তবু, খুঁজে দেখতে হয়,
স্বর্ণকারের দোকান হেথা, কোথাও বিরল নয়।
যে গলিতে যাই আর, যে ঘুঁজিতে ঢুকি,—
দিন্ রাত স্যাকরার দীপ্—মার্‌চে সেথা উঁকি।
শুনতে পাই—অষ্টপ্রহর খোলা রেখেও দোকান,—
তবু নাকি দিতে নারে—"বাসিনী"দের যোগান !

আংটী অনন্ত বালা, মাকৃড়ী আর হার—
প্যাটেন্ দেখে মেয়ে মন্দে—দিচ্ছে অর্ডার।
প্রজাপতিগুলো আগে—মধু খেতো ফুলে,
আহার নিদ্রা ছেড়ে এখন—বোসে থাকে চুলে !
চিকের বাইরে মাছিগুলো—কোর্‌তো জ্বালাতন,
এখন তারা নাক-ছাবিতে—নিয়েছে আসন !
চিরদিনই বিশ্বনাথের—"স্ত্রৈণ" অপবাদ,
তীর্থক্ষেত্রেও গয়না জোটান্—মেটান্ সবার সাধ !

"এক্‌জিবিসন্"* দেখে এবার—এসেছে নিতাই,
পুরানো-যা বাতিল্ হবে,—সাবধান ভাই।
নূতন "ইন্‌ডষ্ট্রী" শিখে—হ'য়েছে সে পাকা,
ভারতের ভাগ্যাকাশে—ওড়াবে পতাকা।
এমন হার গোড়্‌বে এবার—ক্ষ্যান্তো দিয়ে গলে—
জ্যান্তো না রাখবে কারেও—বুকের উপর চোলে।
বালার পাক্ দেখে তাক্, লাগ্‌বে দামিনীর,
সমগ্র পৃথিবী এসে—নত কোর্‌বে শির।
জড়োয়া চুড়ি প্লোরে বুড়ী—লভিবে যৌবন,—
আর না ভারত-মাতা—করিবে রোদন !

* ১৯১০ সালের এলাহাবাদ শিল্পপ্রদর্শনী।

"ইন্‌ডষ্ট্রীর্" মেডেল্ নেবে—বঙ্গদেশ তেড়ে,
বিলাতের বণিকেরা—যাবে দেশ ছেড়ে!
প্রয়াগে এবার দেশ—মুড়ুলে যে মাথা,
সেই পুণ্যে ভ'রে যাবে—বৈকুণ্ঠের খাতা।
কোমর্ বেঁধে "ফাইন্ আর্ট"—শিখ্‌চে ভারতবাসী,
দেশটাকে পরাবে নাকি—বিনি সুতোর ফাঁসী!

লোক-লৌকিকতা, পূজা-পার্ব্বণ।

তীর্থ-ধামে এসে দেখি—আগে আগে ছুটে—
যে ভয়ে পালাও তুমি—তারা আছে জুটে!
লোক-লৌকতা তত্ত্বতাবাস—পৌষ-পার্ব্বণ,
কোন'টারই অভাব নাই,—সবই বিলক্ষণ।
কি পাপ! হেথাও দেখি, কুম্ভকারের পোলা—
বেচ্‌চে বোসে হাজার হাজার—আস্কে-পিটের খোলা!
নতুন্ গুড়ের নাগ্‌রী আর, ঝুনো-নারকোলের ডাঁই—
বাবু, ঝ্যায়রা, বুদ্ধা, বেওয়া, কিন্‌তেছে ঠাঁই ঠাঁই।
সকল ছেড়ে কাশী এসে—মরণ প্রতীক্ষায়,—
সাধ্‌গুলো সব ষোলো আনা—রেখেছে বজায়।
এখনো র'য়েছে তাদের—বাউনী বাঁধার ধুম্,
শাঁখের শব্দে ভেঙ্গে যায়—পাড়াপোড়্‌সীর ঘুম।

উৎসাহে জ্বেলেছে সব—চিতুয়ের খোলা,
পার্ব্বণে জেগেছে যেন'—বাঙ্গালীর-টোলা।
ষষ্ঠী মাকাল্ মন্‌সা ইতু—ঘেঁটু অরন্ধন্,
নাগাৎ সে দুর্গোৎসব—ঘটুস্তি নোটন্!
অনন্ত সাবিত্রী আদি—ব্রত দুর্ব্বাষ্টমী;
বাদ্ দেয় না রাস্ দোল—সারদা বষ্টুমী;
সতেরো টাকায় দুর্গোৎসব, সেরে ফেলে সাফ্—
জ্যান্তে ফুরিয়ে ফেলেছে সব, স্বর্গের সিঁড়ির ধাপ্!
ত্যাগ নয়, এ ভোগের রাজ্য—হ'চ্চে ক্রমে ক্রমে,
কাশী এখন সখের তীর্থ—বিষয়ী লোক জোমে।
"সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ"—পুরাণ্ দেছে ক'য়ে,
সে কথা কেউ ঠেল্‌তে নারে—হিঁদুর ছেলে হ'য়ে!
তাতে আবার স্বাস্থ্যকর-কাশীর জল বাতাস্,
কাজেই আছে ষষ্ঠীর কৃপা—আঁতুড়্ বারো মাস!
দেশ্-ছাড়া-বাঙ্গালীর আড্ডা—হ'য়ে পোড়ে শেষে,
কাশী এখন পরিণত—বঙ্গোপনিবেশে।

বিবাহোৎসব।

তেম্‌নি কুটুম্ কুটুম্বিতা—ঘটকী আনাগোনা,
মেয়ের বাপের সঙ্গীন্ বিপদ—ছেলের ওজ'ন্ সোনা!

আগু পিছু সাত পুরুষের—নমস্কারী চাই,
পাছা-পেড়ে-গরদ্ নেবে—নাড়ী কাটা দাই!
জড়োয়া কাজের সোনার রিংয়ে, আছে বেয়ানের দাবী,
অ্যাকে তাঁর শেষের ফল্—ফ'লেছে তায় নাবী।
"বিলাত"-বরণ্ হ'লে আজ—নিতেন লিখে ভিটে,
"কাশী"-বরণ্ বোলে গেল—তিলকাঞ্চনে মিটে!
বোধ হয় বিশেষ চক্ষুলজ্জা—হয়নি তাই চলন্,
তা ব'লে কি ক'নের বাপের—করাটা উচিৎ ছলন্?
সোনার একটা গাঁজার কোল্‌কে, কিম্বা "কাক্‌ইস্‌কুরু"
বরা-ভরণ সঙ্গে দেওয়া—নয়কি উচিৎ সুরু?
পথে ঘাটে শাঁক বাজিয়ে—জল-সওয়াটাও আছে,
নারাণী আর নয়নতারা—বাসর-ঘরেও নাচে।
ক'নের বাড়ী গেটের মাথায়—"ওয়েল্‌কম্" লেখে,
আসরে দেয় সোনার জলে—"হ্যাপী-ম্যাচ্" এঁকে।
মেয়ের মাসী পদ্য লিখে—দেন উপহার,
নানা বর্ণে সিল্কে ছাপা—বিচিত্র বাহার!
"ওয়েল্‌কম্" "হ্যাপী-ম্যাচ্"—বাহিরের চাল্,
মনে মনে বলে—"ব্যাটা কোর্‌লে হাড়ির্ হাল্।
মেয়ে নিয়ে কসাই আমার—টুক্‌নি দিলে হাতে,
কুটুম্বিতা কোরে এবার—মলুম্ মোরা ভাতে"!

শুনেছি হয়েছি নাকি—"স্বদেশী" আমরা,
না লিখ্‌লে "ওয়েল্‌কম্‌" তাই—হয় না খাতির করা।

তত্ত্ব-তাবাস।

তত্ত্ব-তাবাস্‌ লৌকিকতার—নাইক' কোন' খুঁৎ,
এলেই হেথা ঘাড়ে চাপে—বিশ্বনাথের ভূত।
ষষ্ঠী বাঁটা, আম কাঁঠাল্‌—ইলিশের সওগাদ্‌,
পূজার তত্ত্ব পোষের তত্ত্ব—দোল্‌ আর সাধ,—
ইত্যাদি ইত্যাদি, নাই—কোনটাই ফাঁক্‌,
ত্যাগী-তীর্থ-যাত্রী দেখে—হ'য়ে থাকে তাক্‌।
রাস্তায় চ'লেছে দেখি—এক পাল্‌ দাসী,
গাল্‌পোরা পান্‌ আর—এক-মুখ হাসি।
কারো হাতে দেখি মাত্র—একখানি থালা,
কেউ বা নিয়েছে মাথায়—মাঝারি এক্‌ ডালা;
খোঙ্কেপোষ্‌ ঢাকা সব,—ইতি নব্য ঠাট্‌,
আজ্‌কাল্‌ অন্দরের ওটা—প্রধান "ফাইন্‌ আর্ট্‌"!

পাপের যাদুঘর।

ভারত ঘেঁটিয়ে যত ছিল—সেরা সেরা পাপ,—
শিবের রাজ্যে ছাই চাপা সব—হ'য়ে আছে গাপ্‌।

কেউ বা ঢাকেন্ শাল রুমালে—কেউ মুড়িয়ে মাথা,
কারুর খোলোস্ অলষ্টার্, কারুর বা কাঁথা।
কেহ বা নিয়েছে মালা, কেউ বা ব্যাচে হাঁড়ী।
কেউ হয়েছে দোকানদার, কেউ রাঁধে কারুর বাড়ী।
কেউ খায় ছত্তরে আর—কেউ খায় গাঁজা,
বাগ্ পেলেই চুল ফিরিয়ে—বিদ্যে-সুন্দর ভাঁজা।
বস্তা বেঁধে পাপের বোঝা—এনেছে সব সাথে,
কোথায় চাপাবে,—চাপিয়ে দেছে বিশ্বনাথে।
তিনিও পাষাণপ্রায়—বহন্ করেন সব,
লোকের যা ত্যাজ্য তাই—তাঁহার বিভব।
ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণের, ভেক আছে যারা,
দান দক্ষিণা নিমন্ত্রণ—নিত্য পায় তারা।
একবার ছত্তরে কোন'—নাম লিখিয়ে দিয়ে--
নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেড়ায়—ছাড়পত্তর নিয়ে!
রাজভোগে খায় আর—পাপাচার পোষে,—
শাঁশালো কাপ্তেন্ পেলে—নানা মতে শোষে।
ছত্র খুলে রাজা আর—রাণী পুণ্যবতী
বহু মূর্খ নিষ্কর্ম্মার—হ'য়েছেন গতি।
দুঃখ নাই;—ভাগ্যহীন বিদ্যার্থী যাঁহারা—
আর অসমর্থ বৃদ্ধ,—পান যদি তাঁরা।

কোনো শ্রীমান্—প্রতিবেশীর, কোরে সর্ব্বনাশ—
ফেরার হ'য়ে কাশীধামে—কোরেছেন বাস।
ইয়ার্‌কী আর মদে কেউ, ফুঁকে পৈত্রিক বিষয়—
ইন্‌সল্‌ভেণ্ট্ নিয়ে, হেথা—নিয়েছে আশ্রয়;
স্বভাব কিন্তু যায় না মোলে—লুকিয়ে থাকে বুকে,
এখনও বেড়ায় তারা—এদিক্ ওদিক্ শুঁকে।
জাল ছেঁড়া আর পোলো ভাঙা, হরেক রকম জীব—
রুদ্রাক্ষ ধারণ কোরে— হ'য়ে আছেন শিব!
বসিয়েছে এখানে তারা—সকল পাপের হাট্,
সহজে ঠাওরানো শক্ত—গেরুয়া ঢাকা ঠাট্।
বলিহারি কাশীবাস্—রেশ্‌মী নামাবলী!
নিবৃত্তির নামটি নাই, প্রবৃত্তি কেবলি।
বাহাদুর ছেলে বটে—বৃদ্ধ বিশ্বনাথ,—
সবারেই ক'রেছেন—কৃপা দৃষ্টিপাত।
যে যা চায়, যেমন খোঁজে—মিটান্ সবার সাধ,
সাধু কিম্বা পাপী বোলে—নাইক' বিচার-বাদ।
সবার তরে অন্নপূর্ণা—অন্ন বাঁটেন ভূরি,
তবু পাপী পাপ করে—চোর করে চুরী।
সকাল থেকে সারাদিনটা—খেয়েছে যে মুলো,
সন্ধ্যায় কি এলাচের—উঠবে ঢেঁকুর গুলো?

রাত্র জেগে পড়ে যেমন—পরীক্ষার পড়া,
মিথ্যা কথা তেম্‌নি তাদের—আছে রপ্ত করা।
পাঁচ-মিশুলি পাপের এরা—খুলে প্রদর্শনী—
প্রাধান্য ক'রতেছে যেন'—রন্ধ্রগত শনি!
তব্বা নাইকো,—জানে তারা ম'লেই হেথা মুক্তি,
কাশীখণ্ডে আছে লেখা, শিবের এই চুক্তি!
এটাও জানে—পাবে তারা অখণ্ড প্রমাই,
পাপক্ষয়ের পূর্ব্বে কারো—মৃত্যু হেথা নাই!

যা-চাও পাবে।

দেখি,—শ্রাদ্ধ সভায় বষ্টোমেরা বেজায় টিকি নেড়ে—
খোল্ বাজাচ্চে তেড়ে—আর গাচ্চে গলা ছেড়ে!
কোথাও কথক্—হনুমানকে ক'রচেন সাগর পার,
নাকি সুরে সূর্পনখার—শোনাচ্চেন চীৎকার।
মোট কথা—এই তীর্থে, কিছুর অভাব নাই,
বিশ্বনাথের দরবারের বলিহারি যাই!
নষ্ট চাও, দুষ্ট চাও—সাধু কিম্বা শঠ,—
মূর্খ বা পণ্ডিত চাও, অথবা লম্পট,—
যোগী চাও ভোগী চাও, রোগী বা আতুর,
পাপী চাও তাপী চাও, চোর বা চতুর,

ন্যায় চাও নীতি চাও, চাও নিধুর টপ্পা,
নেসা চাও নটী চাও, চাও গাঁজার গপ্পা,
স্মৃতি শ্রুতি শাস্ত্র চাও, চাও ব্যাকরণ,—
কাব্য বা জ্যোতিষ চাও, চাও বা দর্শন,
আস্তিক নাস্তিক চাও—অঘোরী কাপালী,
শৈব শাক্ত ভক্ত চাও, আছে ধুনি জ্বালি!
কেহ কন্ বেদান্তের—লম্বা চওড়া কথা,
নিজে যেন শ্রীশঙ্কর,—মূর্খ সব শ্রোতা;
একদম্ যে "সোঽহং" তিনি—তারি দেন প্রমাণ,
বিন্দু মাত্র দেহবুদ্ধি—না রাখেন শ্রীমান!
গ্রহের-বশে কেহ যদি—প্রতিবাদ করে,
রেগে হন জ্ঞানশূন্য—দেহে আগুণ ধরে!

ব্রহ্মচারী দণ্ডধারী—দেখিবে সিদ্ধাই,
ভেকী পাবে ভণ্ড পাবে—অভাব কারো নাই।
পাঁচালী পচাল্ আছে—খেঁউড়্, ঝুমুর্,
সবুরে সাক্ষাৎ পাবে—স্বর্ণ ঘুঘুর্!
সেবা ধর্ম্মে কেহ কেহ, আছে প্রাণ সঁপি,
যোগাঙ্গ নির্ঘণ্ট করে—নব্য থিওজফি।

চক্রী আছে চক্র আছে—তন্ত্র মন্ত্র আর,
পরকীয়া সাধনার—রয়েছে বাহার।
বড় বড় বীর,—কথায় বাঘ মারেন নিত্য,
বোঝা ভার—শের্‌খাঁ, কি প্রতাপআদিত্য।
মাটির হুঁকোর মত' হেথা—বাক্যবীরও সস্তা,
মাল্ তাঁদের অফুরন্ত,—বাক্যের সব বস্তা।
তেজস্বিতা ওজস্বিতা—সহ অঙ্গ ভঙ্গী—
বোলে যান, শ্রোতায় ভাবে হবেন্ কোনো জঙ্গী!
যে যেমন চায় আর—যেমন ম'নে আসা,
বিচিত্র এ ক্ষেত্র তার—মিটায় পিপাসা।

পুণ্যের জয়।

বেদান্তের ব্যাখ্যাভূমি—পাণ্ডিত্যের পীঠ,
ধর্ণি তাহা,—আমি কোন্ কীটাণু সে কীট!
কত মহাত্মার হেথা—আছে পদধুলি,
দীন্ আমি,—সম্ভ্রমে তা—শিরে লই তুলি।

ভাল মন্দ চির দিনই—কোন্ দেশে বা নাই,
কেমন্ কেমন্ ঠ্যাকে, তীর্থক্ষেত্র বোলে তাই

অসাধু লম্পট মিথ্যা—মন্দ-মতি আর,—
চোদ্দো-আনা জুড়ে রাজ্য—ক'রেছে বিস্তার।
পাপ ভাবে মোরই জয়—আমি বাহাদুর,
বোঝেনা পুণ্যেরে তাতে—করিছে মধুর।
যতই সে দলে বেড়ে—ভাবে বলীয়ান,
অলক্ষ্যে ততই করে—পুণ্যে মূল্যবান।

বিদায়।

রইল' আর্ যে-সব কথা—তাতে শর্ম্মা নাই,
যার, মাথার্ উপর মাথা আছে,—লিখ্‌বে তারা তাই।
এখন্, তাড়াতাড়ি প্রণাম করি, বিশ্বনাথের পায়,—
কানে আঙুল্ দিয়ে নন্দী—নিলেন্ বিদায়।

খতম্।